পারা ২৯

সূরা মুল্‌ক্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ২

١ تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٢ الَّذِىْ خَلَقَ

১। তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল্ মুল্‌কু অহুওয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বদীরু। ২। নিল্লাযী খলাক্বল্

(১) বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর হস্তে নিহিত রয়েছে সর্বময় কর্তৃত্ব। তিনি সর্বশক্তিমান। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করলেন,

الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ٣ الَّذِىْ خَلَقَ

মাওতা অল্ হাইয়া-তা লিইয়াব্‌লুয়াকুম্ আইয়্যুকুম্ আহ্‌সানু 'আমালা-; অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ গফূরু। ৩। আল্লাযী খলাক্ব

তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য, তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (৩)

سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ط مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ط فَارْجِعِ الْبَصَرَ لا

সাব্'আ সামা-ওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্ব-; মা-তার-ফী খল্‌ক্বির রহ্‌মানি মিন্ তাফা-ওয়ুত; ফার্‌জ্বি'ই'ল্ বাছোয়ার

যিনি সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে. তুমি আল্লাহর এ সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না, সুতরাং তুমি পুনঃ

هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ٤ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا

হাল্ তার-মিন্ ফুতূর! ৪। ছুম্মার্ জ্বি'ইল্ বাছোয়ার কাররতাইনি ইয়ানক্বলিব্ ইলাইকাল্ বাছোয়ারু খ-সিয়াঁও

দৃষ্টি ফেরাও, কোন ক্রটি দৃষ্টিগোচর হয় কি? (৪) বার বার দৃষ্টি ফেরিয়ে দেখ, সে দৃষ্টি শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে

وَّهُوَ حَسِيْرٌ ٥ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

অহুওয়া হাসীর্। ৫। অলাক্বদ্ যাইয়্যান্নাস্ সামা — য়াদ্ দুন্‌ইয়া-বিমাছোয়া-বীহা অজ্বা'আল্‌নাহা-রুজূ্ মাল্ লিশ্‌শাইয়াত্বীনি

ফিরে আসবে। (৫) আর আমি নিকটতম আকাশকে প্রদীপসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানের দিকে

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ٦ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَ

অআ'তাদ্‌না-লাহুম্ 'আযা-বাস্ সা'ঈর্। ৬। অলিল্লাযীনা কাফারূ বিরব্বিহিম্ 'আযা-বু জ্বাহান্নাম্; অ

নিক্ষেপযোগ্য করেছি, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি তৈরি করে রেখেছি। (৬) রবের অস্বীকারকারীদের জন্য জাহান্নামের

بِئْسَ الْمَصِيْرُ ٧ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ

বি'সাল্ মাছীর্। ৭। ইযা ~ উলক্বূ ফীহা- সামি'উ লাহা-শাহীক্বাঁও অহিয়া তাফূর্। ৮। তাকা-দু তামাইয়্যাযু মিনাল্

আযাব, তা কতই না মন্দ স্থান! (৭) তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তারা বিকট শব্দ শুনবে, যা উথলাতে থাকবে। (৮) ক্রোধে যেন

আয়াত-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, 'সূরা মুলক' কবর আযাব হতে রক্ষা করে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি হাদীস উপহার দিব যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলল, হ্যাঁ দিন, তিনি বললেন, সূরা মুলক নিজে পড়, পরিবারের সকল ছেলে-মেয়েকে এবং প্রতিবেশিকেও শিখাও। কেননা এটি শাস্তি হতে নাজাত দিবে এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সাথে ঝগড়া করে জাহান্নামের আগুন হতে নাজাত দিবে। আর এর পাঠকারী কবর আযাব হতে মুক্তি পাবে। রাসূল (ছঃ) বলেন, আমি ভালবাসি যে, আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে যেন এই সূরা থাকে। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-৫ ঃ কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, তিন উদ্দেশে তারকারাজী সৃষ্টি করা হয়েছে (১) আসমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা, (২) শয়তানদেরকে দূরীভূত করা, (৩) পথিকের দিক নির্দেশনার জন্য। (ইবঃ কাঃ)

الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٩ قَالُوْا بَلٰى

গাইজ্, কুল্লামা ~ উল্কিয়া ফীহা- ফাওজুন্ সায়ালাহুম্ খাযানাতুহা ~ আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাযীর্ । ৯ । ক্বা-লূ বালা-
জাহান্নাম ফেটে পড়বে, নিক্ষিপ্ত দলকে রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সতর্ককারী আসে নি? (৯) তারা বলবে, নিশ্চয়

قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ *

ক্বদ্ জ্বা — য়ানা নাযীরুন্ ফাকায্যাব্না-অক্বু্লনা-মা-নায্যালাল্লা-হু মিন্ শাইয়িন্ ইন্ আন্তুম্ ইল্লা-ফী দ্বোয়ালা-লিন্ কাবীর্।
সতর্ককারী এসেছে, কিন্তু আমরা মানি নি। বলেছি, আল্লাহ কিছুই নাযীল করেন নি, তোমরা মহা বিভ্রান্তিতে পড়ে আছ।

۝١٠ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١١ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ

১০। অক্বা-লূ লাও কুন্না নাস্মা'উ আও না'ক্বিলু মা-কুন্না ফী ~ আছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ১১। ফা'তারাফূ বিযাম্বিহিম্
(১০) আর তারা বলবে, যদি কথা শুনতাম বা বুঝতাম, তবে আমরা জাহান্নামী হতাম না। (১১) অনন্তর তারা তাদের

فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝١٢ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

ফাসুহ্কুল্ লিআছ্হা-বিস্ সা'ঈর্। ১২। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াখ্শাওনা রব্বাহুম্ বিল্গইবি লাহুম্ মাগ্ফিরতুঁও
অপরাধ স্বীকার করবে। ধিক্কার দোযখীদের প্রতি! (১২) নিশ্চয়ই যারা না দেখে তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য ক্ষমা

وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٣ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٤ اَلَا

অআজ্বরুন্ কাবীর্। ১৩। অআসিররূ ক্বওলাকুম্ আওয়িজ্বহারূ বিহ্; ইন্নাহূ 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১৪। আলা-
ও মহাপুরস্কার। (১৩) আর তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল বা প্রকাশ্যে বল, তিনিই তো অন্তর্যামী। (১৪) তিনি কি

يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٥ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا ع ১৪ ১

ইয়া'লামু মান্ খলাক্ব; অহুওয়াল্ লাত্বীফুল্ খবীর্। ১৫। হুওয়াল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া যালূলান্ রুকু
জানেন না, যিনি সৃষ্টি করলেন? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, জ্ঞাতা। (১৫) তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন ব্যবহারযোগ্য

فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝١٦ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ

ফা মৃশূ ফী মানা-কিবিহা-অকুলূ মির্ রিয্ক্বিহ্; অইলাইহিন্ নুশূর্। ১৬। আ আমিন্তুম্ মান্ ফিস্ সামা — য়ি
তোমরা দিগন্তে বিচরণ কর, রিযিক্ খাও, তারই কাছে যাবে। (১৬) তোমরা কি নিশ্চিত হয়েছ যে, আকাশে যিনি আছেন

اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۝١٧ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ

ওয়াকৃফে লাযেম ওয়াকৃফে মনযিল ওয়াকৃফে গোফরান

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿١٩﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ؔ مَا

ফাকাইফা কা-না নাকীর্। ১৯। আওয়া লাম্ ইয়ারও ইলাত্ব্ ত্বোয়াইরি ফাওক্বহুম্ ছোয়া — ফ্ফা-তিঁও অইয়াক্ব্ বিদ্ব্ ন্; মা -
আমার শাস্তি! (১৯) তারা কি সেসব পাখির প্রতি তাকায় না যারা ডানা সম্প্রসারণকারী ও সংকোচনকারী? দয়াময়

يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۭ بَصِيْرٌ ﴿٢٠﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ

ইয়ুম্‌সিকুহুন্না ইল্লার্ রহ্‌মা-ন্; ইন্নাহূ বিকুল্লি শাইয়িম্ বাছীর্। ২০। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী হুওয়া জুন্দুল্ লাকুম্
আল্লাহই তাদের শূন্যে স্থির রাখেন, তিনি সর্বদ্রষ্টা। (২০) দয়াময় (আল্লাহ) ছাড়া আর কারো এমন সৈন্য আছে কি, যে

يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ﴿٢١﴾ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ

ইয়ান্‌ছুরুকুম্ মিন্ দূনির্ রহ্‌মা-ন্; ইনিল্ কা-ফিরূনা ইল্লা-ফী গুরূর্। ২১। আম্মান্ হা-যাল্ লাযী
তোমাদের সাহায্য করবে? নিশ্চয়ই কাফেররা বিভ্রান্তিতির মধ্যে আছে। (২১) তিনি যদি তোমাদের রিযিক্ বন্ধ করেন, তবে

يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِيْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ﴿٢٢﴾ اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰى

ইয়ারযুক্বুকুম্ ইন্ আম্‌সাকা রিয্‌কাহূ বাল্ লাজ্জ্বূ ফী 'উতুয়্যিঁও অনুফূর্। ২২। আফামাইঁ ইয়াম্‌শী মুকিব্বান, 'আলা-
কে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে? মূলতঃ এরা বিদ্রোহ ও ঘৃণায় মত্ত। (২২) আচ্ছা বলতো যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর

وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ

ওয়াজ্‌হিহী ~ আহ্‌দা ~ আম্মাই ইয়াম্‌শী সাওয়িয়্যান্ 'আলা-ছির-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্। ২৩। কু্ল্ হুওয়াল্ লাযী ~ আন্ শায়াকুম্
দিয়ে চলে, সে কি সঠিক, না কি যে ব্যক্তি সোজা হয়ে সরল পথে চলে? (২৩) আপনি বলে দিন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤﴾ قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ

অজ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ অল্ আব্‌ছোয়া-র অল্ আফ্‌য়িদাহ্; ক্বলীলাম্ মা-তাশ্‌কুরূন্। ২৪। কু্ল্ হুওয়াল্ লাযী যারয়াকুম্
এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তকরণ দিয়েছেন, তোমরা কমই কৃতজ্ঞ। (২৪) আপনি বলে দিন, তিনি তোমাদেরকে যমীনে

فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

ফিল্ আর্‌দ্বি অইলাইহি তুহ্‌শারূন্। ২৫। অইয়াক্বূলূনা মাতা- হা-যাল্ ওয়া'দু ইন্ কুনতুম ছোয়া-দিক্বীন।
ছড়ালেন, তাঁরই কাছে তোমরা একত্রিত হবে, (২৫) আর তারা বলে এ প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে, যদি সত্যবাদী হও।

﴿٢٦﴾ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ

২৬। কু্ল ইন্নামাল্ ই'ল্‌মু ই'ন্দাল্লা-হি ইন্নামা ~ আনা নাযীরুম মুবীন। ২৭। ফালাম্মা- রায়াওহু যুল্‌ফাতান্ সী — য়াত্
(২৬) বলুন, এ জ্ঞান আল্লাহর কাছে, আমি তো সতর্ককারী মাত্র। (২৭) অনন্তর যখন তা নিকটবর্তী হতে দেখবে, তখন কাফেরদের

আয়াত-২১ঃ এটি মু'মিন ও কাফিরের উপমা। দুনিয়াতে মু'মিন সরল পথে চলে, আর কাফির বক্র পথে। পরকালেও মু'মিন সরল পথে বেহেশতে পৌঁছে যাবে, আর কাফির উপুড় হয়ে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে পড়বে। ছহীহ্ হাদীসে আছে, কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষকে মুখের উপর ভর দিয়ে কিভাবে উঠানো হবে? তিনি বলেন, যিনি তাদেরকে পা দ্বারা চালিয়েছেন তিনি মুখের উপর ভর দিয়েও চালাতে সক্ষম। (ইবঃ কাঃ) আয়াত-২৮ঃ এর অর্থ আমরা ঈমানের কারণে আল্লাহর আযাবকে ভয় করি এবং তাঁর রহমতের আশা রাখি। তোমরা বল তো দেখি, কুফরীর কারণে তোমরা কি করবে? এ আয়াতে কাফিরদেরকে বড় ধমক প্রদান করা হয়েছে। (জাঃ বয়াঃ ও ফতঃ বয়াঃ)

১০৯

وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون ۝٢٧ قل ارءيتم

উজূহুল্ লাযীনা কাফারূ অক্বীলা হা-যাল্ লাযী কুন্তুম্ বিহী তাদ্দা'উন । ২৮ । ক্বুল্ আরয়াইতুম্
মুখ বিবর্ণ হয়ে যাবে; তাদেরকে বলা হবে, এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে। (২৮) আপনি বলে দিন, তোমরা এটা বলে দাও,

ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكفرين من عذاب

ইন্ আহ্লাকানিয়াল্লা-হু অমাম্ মা'ইয়া আও রহিমানা-ফামাইঁ ইয়ুজ্বীরুল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন্
যদি আল্লাহ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন বা দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ

اليم ۝٢٨ قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلل

আলীম্ । ২৯ । ক্বুল্ হুওয়ার্ রহ্মা-নু আ-মান্না- বিহী অ'আলাইহি তাওয়াক্কাল্না-ফাসাতা'লামূনা মান্ হুওয়া ফী দ্বোয়ালা-লিম্
শাস্তি হতে? (২৯) আপনি বলে দিন, তিনি পরম দয়াময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি ও তাঁর উপর ভরসা করি; শীঘ্রই তোমরা

مبين ۝٢٩ قل ارءيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين * ع ২ ১৬ ২ রুকু

মুবীন্ । ৩০ । ক্বুল্ আরায়াইতুম্ ইন্ আছ্বাহা মা — য়ুকুম্ গওরন্ ফামাইঁ ইয়া'তীকুম্ বিমা — য়িম্ মা'ঈন্ ।
জানবে কে স্পষ্ট ভ্রান্ত। (৩০) বলুন, পানি যদি ভূগর্ভে চলে যায়, তবে এমন কে আছে যে, তোমাদেরকে পানি দিবে?

সূরা ক্বলম্
মক্কাবতীর্ণ

بسم الله الرحمن الرحيم

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ২

۝١ ن والقلم وما يسطرون ۝١ ما انت بنعمة ربك بمجنون ۝٢ وان لك

১। নূ — ন অল্ক্বলামি অমা-ইয়াস্তুরূন্। ২। মা ~ আন্তা বিনি'মাতি রব্বিকা বিমাজ্নূন্। ৩। অইন্না লাকা
(১) নূন, কসম কলমের ও তাদের লেখার , (২) আপনার রবের অনুগ্রহে আপনি পাগল নন। (৩) আর আপনার জন্য

لاجرا غير ممنون ۝٣ وانك لعلى خلق عظيم ۝٤ فستبصر ويبصرون *

লাআজ্ রন্ গইর মাম্নূন্। ৪। অইন্নাকা লা'আলা- খুলুক্বিন্ 'আজীম্। ৫। ফাসাতুব্ছিরু অইয়ুব্ছিরূন।
রয়েছে অফুরন্ত পুরুস্কার, (৪) আর নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।(৫) আপনি দেখবেনই এবং তারাও দেখবে,

۝٥ بايكم المفتون ۝٦ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم

৬। বিআইয়িকুমুল্ মাফ্তূন্। ৭। ইন্না রব্বাকা হুওয়া আ'লামু বিমান্ দ্বোয়াল্লা আ'ন্ সাবীলিহী অহুওয়া আ'লামু
(৬) তোমাদের মধ্যে কে অস্থির? (৭) নিশ্চয়ই আপনার রব ভালভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত, আর কে

بالمهتدين ۝٧ فلا تطع المكذبين ۝٨ ودوا لو تدهن فيدهنون ۝١٠ ولا تطع

বিল্মুহ্তাদীন্। ৮। ফালা-তুত্বি'ইল্ মুকায্যিবীন্। ৯। অদ্দূ লাও তুদ্হিনু ফাইয়ুদ্হিনূন্।১০। অলা-তুত্বি'
পথপ্রাপ্ত। (৮) মিথ্যাচারীদের মানবেন না, (৯) তারা চায়, আপনি নমনীয় হলে তারাও হবে। (১০) অনুসরণ করবেন না

كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١١﴾ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١٢﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٣﴾ عُتُلٍّۭ

কুল্লা হাল্লা-ফিম্ মাহীনিন্। ১১। হাম্মা-যিম্ মাশ্‌শা — য়িম্ বিনামীম। ১২। মান্না-'ইল্ লিল্‌খইরি মু'তাদিন আছীম্। ১৩। 'উতুল্লিম্
কথায় কথায় শপথকারী লাঞ্ছিতের,(১১) নিন্দুক, চোগলখোর,(১২) কল্যাণে বাধাদানকারী, সীমালংঘণকারী পাপী,(১৩) রূঢ় স্বভাব,

بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٤﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٥﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ

বা'দা যা-লিকা যানীমিন্। ১৪। আন্ কা-না যা-মা-লিঁও অবানীন্। ১৫। ইযা-তুত্‌লা-'আলাইহি আ-ইয়া-তুনা-ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল্
তা ছাড়া কুখ্যাত; (১৪) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী; (১৫) তার সামনে যখন আয়াত পড়া হয়, তখন বলে,

ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿١٧﴾ إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ع

আওয়্যালীন্। ১৬। সানাসিমুহূ 'আলাল্ খুরত্বূম্। ১৭। ইন্না-বালাওনা-হুম্ কামা-বালাওনা ~ আছ্‌হা-বাল্ জান্নাতি
এতো পূর্বেকার কথা, (১৬) তার নাকে দাগ লাগাব, (১৭) নিশ্চয়ই তাদেরকে পরীক্ষা করেছি বাগানবাসীদের মত যখন

إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٨﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٩﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن

ইয্ আক্ব্‌সামূ লাইয়াছ্‌রিমুন্নাহা-মুছ্‌বিহীন্। ১৮। অলা-ইয়াস্‌তাছ্‌নূন্। ১৯। ফাত্বোয়া-ফা 'আলাইহা-ত্বোয়া — য়িফুম্ মির্
কসম করল যে, তারা প্রত্যুষে ফল পাড়বে, (১৮) ইনশাআল্লাহ বলে নেই, (১৯) বাগানে বিপর্যয় নামল আপনার রবের

رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢١﴾ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢٢﴾ أَنِ ٱغْدُوا۟

রব্বিকা অহুম্ না — য়িমূন্। ২০। ফাআছ্‌বাহাত্ কাছ্‌ছোয়ারীম। ২১। ফাতানা-দাও মুছ্‌বিহীন। ২২। আনিগ্‌দূ
পক্ষ হতে, তারা ছিল ঘুমে। (২০) অতঃপর জ্বলে কৃষ্ণবর্ণ হল, (২১) ভোরে একে অন্যকে ডাকল। (২২) ফল আহরণ

عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٣﴾ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٤﴾ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا

'আলা হারছিকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ ছোয়া-রিমীন্। ২৩। ফান্‌ত্বোয়ালাক্বূ অহুম্ ইয়াতাখ-ফাতূন। ২৪। আল্লা-ইয়াদ্‌খুলান্নাহাল্
করতে চাইলে বাগানে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল, চুপে চুপে কথা বলতে বলতে, (২৪) আজ যেন কোন মিসকীন

ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٥﴾ وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ☆

ইয়াওমা 'আলাইকুম্ মিস্‌কীন। ২৫। অগদাও 'আলা-হার্‌দিন্ ক্বা-দিরীন্। ২৬। ফালাম্মা-রয়াওহা- ক্বা-লূ ~ ইন্না-লাদ্বোয়া — লূন।
প্রবেশ না করে। (২৫) তারা প্রাতঃকালে শক্তি নিয়ে বের হল। (২৬) অতঃপর তা দেখে তারা বলল, আমরা দিশেহারা

﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ☆

২৭। বাল্ নাহ্‌নু মাহ্‌রূমূন্। ২৮। ক্বা-লা আওসাত্বুহুম্ আলাম্ আকুল্ লাকুম্ লাওলা-তুসাব্বিহূন্।
(২৭) বরং আমরা ভাগ্যহারা বঞ্চিত। (২৮) শ্রেষ্ঠ লোকটি বলতে লাগল, আমি কি বলিনি, কেন মহিমা ঘোষণা কর না?

আয়াত-১৬ ঃ বলা হয় যে, কোরাইশদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা নামীয় একজন সরদার ছিল। তার মধ্যে উল্লেখিত এসব স্বভাব ছিল। নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তার লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১৮ঃ তারা পাঁচ ভাই ছিল। তাদের পিতা ফলের একটি বাগান রেখে গিয়েছিল। এর উৎপন্ন ফল ও শস্য দ্বারা তারা সুখেই ছিল। ফল কাটার দিন শহরের ফকীররা একত্রিত হত। তাদের পিতা সকলকে কিছু কিছু দান করত, এতে তাদের শস্যে বরকত হত। পরে ছেলেরা মনে করল, ফকীরকে না দিয়ে নিজেরাই ভোগ করবে। পরামর্শ করল, অতি প্রত্যুষে ফল ও শস্য কেটে ঘরে নিয়ে আসবে, ফকীররা গিয়ে কিছুই পাবে না। এমন কি তারা ইনশাআল্লাহ বলতেও ভুলে গিয়েছিল (মুঃ কোঃ)

﴿٢٩﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۞

২৯। ক্বা-লূ সুব্‌হা-না রব্বিনা ~ ইন্না-কুন্না-জোয়া-লিমীন্। ৩০। ফাআক্ব্‌বালা বা'দ্বুহুম্ 'আলা- বা'দ্বি ইইয়াতালা-ওয়ামূন্।
(২৯) তারা বলল, আমরা রবের মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা জালিম ছিলাম। (৩০) তারা একে অন্যের দোষারোপ করছিল।

﴿٣١﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣٢﴾ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا

৩১। ক্বা-লূ ইয়া-অইলানা ~ ইন্না-কুন্না-ত্বোয়া-গীন্। ৩২। 'আসা-রব্বুনা ~ আইঁ ইয়ুব্‌দিলানা-খইরাম্ মিন্‌হা ~ ইন্না ~ ইলা-রব্বিনা-
(৩১) তারা বলল, দুর্ভোগ আমাদের, আমরা সীমালংঘণকারী ছিলাম। (৩২) আশা যে, রব তার পরিবর্তে কল্যাণ দেবেন,

رٰغِبُوْنَ ﴿٣٣﴾ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۭ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّ

র-গিবূন্। ৩৩। কাযা-লিকাল্ 'আযা-ব; অলা'আযা-বুল্ আ-খিরতি আক্‌বার্। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্। ৩৪। ইন্না
আমরা রব মুখী হলাম। (৩৩) এ'ভাবেই শাস্তি হয়ে থাকে, পরকালের শাস্তি অতি গুরুতর যদি জানত! (৩৪) নিশ্চয়ই

لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٣٥﴾ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۞

লিল্‌মুত্তাক্বীনা 'ইন্‌দা রব্বিহিম্ জান্না-তিন্ না'ঈম্। ৩৫। আফানাজ্‌'আলুল্ মুস্‌লিমীনা কাল্‌মুজ্‌রিমীন্।
মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিলাসী জান্নাত। (৩৫) আমি কি মুসলিমকে দোষীদের সমতুল্য মনে করব?

﴿٣٦﴾ مَا لَكُمْ ۣ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ﴿٣٨﴾ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا

৩৬। মা-লাকুম্ কাইফা তাহ্‌কুমূন্। ৩৭। আম্ লাকুম্ কিতা-বুন্ ফীহি তাদ্‌রুসূন্। ৩৮। ইন্না লাকুম্ ফীহি লামা-
(৩৬) কি হল যে, কেমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছ? (৩৭) নাকি তোমাদের কিতাব আছে যাতে পড়বে যে, (৩৮) তাতে তোমাদের

تَخَيَّرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۞

তাখাইয়্যারূন। ৩৯। আম্ লাকুম্ আইমা-নুন্ 'আলাইনা-বা-লিগাতুন্ ইলা-ইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি ইন্না লাকুম্ লামা-তাহ্‌কুমূন্।
পছন্দনীয় আছে? (৩৯) নাকি আমি তোমাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রয়েছি কেয়ামত পর্যন্ত? তোমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তই তোমাদের জন্য।

﴿٤٠﴾ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ﴿٤١﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا

৪০। সাল্‌হুম্ আইয়ুহুম্ বিযা-লিকা যা'ঈম্। ৪১। আম্ লাহুম্ শুরাকা — য়ু ফাল্‌ইয়া'তূ বিশুরাকা — য়িহিম্ ইন্ কা-নূ
(৪০) জিজ্ঞাসা করুন, এতে নেতা কে? (৪১) না কি কোন দেব-দেবী আছে? তোমাদের উপাস্যদেরকে হাজির কর, যদি

صٰدِقِيْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۞

ছোয়া-দিক্বীন্। ৪২। ইয়াওমা ইয়ুক্‌শাফু 'আন্ সা-ক্বিঁও অইয়ুদ্'আওনা ইলাস্ সুজূদি ফালা-ইয়াস্‌তাত্বী'উন্।
তোমরা সত্যবাদী হও। (৪২) যে দিন পা খোলা হবে, সেজদার জন্য মানুষকে আহ্বান করা হবে, কিন্তু সক্ষম হবে না।

﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۭ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۞

৪৩। খ-শি'আতান্ আব্‌ছোয়া-রুহুম্ তারহাক্বুহুম্ যিল্লাহ্; অক্বদ্ কা-নূ ইয়ুদ্'আওনা ইলাস্ সুজূদি অহুম্ সা-লিমূন্।
(৪৩) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনত, হীনতাচ্ছন্ন। অথচ তাদেরকে সেজদার প্রতি ডাকা হয়েছিল যখন তারা নিরাপদ ছিল।

১ ع ৩৩ রুকু

ওয়াক্বফে লাযেম

নোক্তা-১৫

فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪। ফাযারনী অমাইঁইয়ুকায্যিবু বিহা-যাল্ হাদীছ্; সানাস্তাদ্‌রিজ্বুহুম্ মিন্ হাইছু লা-ইয়া'লামূন।
(৪৪) অতএব আমাকে ও এ বাণী অস্বীকারকারীকে আমার হস্তে ছেড়ে দিন; আমি তাদেরকে ধরব, তারা বুঝতেই পারবে না।

وَأُمْلِي لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ

৪৫। অউম্‌লী লাহুম্; ইন্না কাইদী মাতীন্। ৪৬। আম্ তাস্‌য়ালুহুম্ আজ্বরান্ ফাহুম্ মিম্ মাগ্‌রামিম্
(৪৫) অবকাশ দিব, নিশ্চয়ই আমার কৌশল খুবই মজবুত। (৪৬) আপনি কি তাদের কাছে প্রতিদান চান যে,

مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن

মুছ্‌ক্বলূন্। ৪৭। আম্ 'ইন্‌দা হুমুল্ গইবু ফাহুম্ ইয়াক্‌তুবূন্। ৪৮। ফাছ্‌বির লিহুক্‌মি রব্বিকা অলা-তাকুন্
তারা দায়গ্রস্ত? (৪৭) তাদের কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে? (৪৮) অতঃপর আপনার রবের নির্দেশের

كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ

কাছোয়া-হিবিল্ হূত্। ইয্ না-দা-অহুওয়া মাক্‌জূম্। ৪৯। লাওলা ~ আন্ তাদা-রকাহূ নি'মাতুম্
অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ করুন। মৎস্য ওয়ালার মত হবেন না; যখন সে চিন্তায় কাতর হয়ে দোয়া করছিল। (৪৯) তার রবের করুণা

مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ

মির্ রব্বিহী লানুবিযা বিল্'আর — য়ি অহুওয়া মায্‌মূম্। ৫০। ফাজ্বতাব-হু রব্বুহূ ফাজ্বা'আলাহূ মিনাছ্
তার নিকট না পৌঁছলে লাঞ্ছিত হয়ে সে মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত। (৫০) পুনরায় তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং

الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا

ছোয়া-লিহীন্। ৫১। অইঁইয়াকা-দুল্ লাযীনা কাফারূ লাইয়ুয্‌লিক্বূনাকা বিআব্‌ছোয়া-রিহিম্ লাম্মা-সামি'উয্
নেকবান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (৫১) আর কাফেররা যখন কোরআন শুনে তখন মনে হয় যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা

الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

যিক্‌রা অইয়াক্বূলূনা ইন্নাহূ লামাজ্বনূন্। ৫২। অমা- হুওয়া ইল্লা-যিকরুল্ লিল্'আ-লামীন্।
আপনাকে বিচ্যুত করতে চায়; আর বলে যে, এ ব্যক্তি উম্মাদ। (৫২) আর এটা (কোরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।

সূরা হা-ক্বাক্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫২
রুকূ ঃ ২

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

১। আল্‌হা — ক্ব্‌ক্বতু ২। মাল্‌হা — ক্ব্‌ক্বহ্। ৩। অমা ~ আদ্‌র-কা মাল্‌হা — ক্ব্‌ক্বহ্। ৪। কায্‌যাবাত্ ছামূদু অ'আ-দুম্ বিল্ ক্ব-রি'আহ্।
(১) সে ঘটনা, (২) কি সে ঘটনা? (৩) আপনি কি জানেন, সে ঘটনা কি? (৪) ছামূদ ও আদ-রা অস্বীকার করেছে মহাপ্রলয়কে।

ওয়াকফে গোফরান ● এক চতুর্থাংশ ওয়াকফে গোফরান

ع ২ ১৯ ৪ রুকু

۝ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

৫। ফাআম্মা- ছামূদু ফাউহ্লিকূ বিত্ব্ ত্বোয়া-গিয়াহ্। ৬। অআম্মা-'আদুন্ ফাউহ্লিকূ বিরীহিন্ ছোয়ার্ ছোয়ারিন্ 'আতিয়াহ্।
(৫) অতঃপর এক বিকট শব্দ দ্বারা ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে। (৬) আ'দ জাতিকে নিপাত করা হয়েছে প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে ।

۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ

৭। সাখ্খরহা-'আলাইহিম্ সাব্'আ লাইয়া-লিঁও অছামানিয়াতা আইয়্যা-মিন্ হুসূমান্ ফাতারল্ ক্বওমা ফীহা-ছোয়ার্'আ
(৭) যা আল্লাহ্ তাদের ওপর একটানা সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত একাধারে ন্যাস্ত রেখেছিলেন, আর আপনি যদি দেখতেন, তবে

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ

কায়ান্নাহুম্ আ'জ্বা-যু নাখ্লিন্ খা-ওয়িয়াহ্। ৮। ফাহাল্ তারা-লাহুম্ মিম্ বা-ক্বিয়াহ্। ৯। অজ্বা — য়া ফির্'আউনু
বুঝতেন যে, বিক্ষিপ্তভাবে ভূপাতিত খেজুর গাছের কাণ্ডসমূহ। (৮) অতঃপর তাদের কাকেও কি তুমি দেখতে পাও (৯) আর ফেরাউন,

وَمَن قَبْلَهُۥ وَالْمُؤْتَفِكَٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً

অমান্ ক্ব্বলাহূ অল্ মু'তাফিকা-তু বিল্খ-ত্বিয়াহ্। ১০। ফা'আছোয়াও রাসূলা রব্বিহিম্ ফাআখযাহুম্ আখ্যাতার্
ও তার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপে লিপ্ত ছিল। (১০) তারা রবের প্রেরিত রাসূলকে অমান্য করলে রব তাদেরকে ধরলেন

رَّابِيَةً ۝ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً

রা-বিয়াহ্। ১১। ইন্না-লাম্মা ত্বোয়াগাল্ মা — য়ু হামাল্নাকুম্ ফিল্ জ্বা-রিয়াহ্। ১২। লিনাজ্ 'আলাহা-লাকুম্ তায্কিরতাঁও
কঠোরভাবে। (১১) জলোচ্ছাসে তোমাদেরকে আমি নৌযানে আরোহণ করালাম, (১২) এটা আমি তোমাদের জন্য শিক্ষণীয়

وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ

অ তা'ইইয়াহা ~ উযুনুঁও ওয়া 'ইয়াহ্। ১৩। ফাইযা-নুফিখ ফিছ্ ছুরি নাফ্খতুঁও ওয়া-হিদাহ। ১৪। অহুম্মিলাতিল্ আর্দু
বস্তু করেছি এবং সতর্ক কর্ণ তাকে স্মরণ রাখে। (১৩) অনন্তর যখন শিঙ্গায় একটি মাত্র ফুৎকার দেয়া হবে, (১৪) আর ভূমি ও

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ

অল্ জ্বিবা-লু ফাদুক্কাতা- দাক্কাতাঁও ওয়া-হিদাও।১৫। ফাইয়াওমায়িযিঁও অক্বা'আতিল্ ওয়া-ক্বি'আতু । ১৬। অন্শাক্ক্বাতিস্ সামা — য়ু
পর্বতসমূহকে উত্তোলিত করা হবে, অতঃপর উভয় একই আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (১৫) সেদিন ঘটনা ঘটবে। (১৬) আর আকাশ

فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

ফাহিয়া ইয়াওমায়িযিঁও ওয়া-হিইয়াতুঁও। ১৭। অল্মালাকু 'আলা ~ আরজ্বা — য়িহা; অইয়াহ্মিলু 'আর্শা রব্বিকা ফাওক্বাহুম্
বিদীর্ণ হয়ে নরম হবে, (১৭) ফেরেশ্তারা তার পাশে পাশে অবস্থান করবে, এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা রবের

আয়াত-১২ ঃ অর্থ এ কাজ যে আমি করলাম- মু'মিনদেরকে রক্ষা করলাম, আর কাফিরদেরকে ডুবালাম। এটি এজন্য করলাম, যেন তোমাদের জন্য উপদেশ এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে। (জাঃ বয়াঃ) ২। আ'তা (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা প্রথম ফুঁৎকার উদ্দেশ্য, যাতে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। কালবী ও মাকাতেল (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় ফুঁৎকার উদ্দেশ্য। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত- ১৭ ঃ হাদীসে আছে, আ'রশ বহনকারী ফেরেশতা চারজন আছে। ক্বিয়ামত দিবসে আটজন একে বহন করে কিয়ামতের ময়দানে আনবে এবং হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করা হবে। (বঃ কোঃ)
আয়াত-১৮ ঃ আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ক্বিয়ামতের মানুষ তিনবার আল্লাহর সম্মুখ উপস্থিত হবে। প্রথম উপস্থিতিতে বিতর্ক, দ্বিতীয় উপস্থিতিতে ওযর-আপত্তি পেশ হবে। তৃতীয় উপস্থিতে আ'মলনামা হাতে দেয়া হবে। (ফতঃ বয়াঃ)

يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ﴿١٨﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٩﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ

ইয়াওমায়িযিন্ ছামা-নিইয়াহ্। ১৮। ইয়াওমায়িযিন্ তু'রদ্বূনা লা-তাখ্‌ফা-মিন্‌কুম্ খ-ফিইয়াহ্। ৯। ফাআম্মা-মান্ উতিয়া
ধারণ করবে। (১৮) সেদিন তোমরা উপস্থিত হবে, তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না। (১৯) সেদিন যাকে

كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ﴿٢٠﴾ اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ★

কিতা-বাহূ বিইয়ামীনিহী ফাইয়াকূলু হা — য়ুমুক্ব্রায়ূ কিতা-বিইয়াহ্। ২০। ইন্নী জোয়ানান্তু আন্নী মুলা-ক্বিন্ হিসা-বিইয়াহ্
আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে লও আমলনামা পড়। (২০) জানতাম যে, আমি হিসাবের সম্মুখীন হবই।

﴿٢١﴾ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢٢﴾ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٣﴾ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٤﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا

২১। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ র-দ্বিইয়াহ্। ২২। ফী জ্বান্নাতিন্ 'আ-লিয়াহ্। ২৩। কু্ত্বূ ফুহা-দা-নিইয়াহ্। ২৪। কুলূ অশ্‌রাবূ হানী — য়াম্
(২১) সে সুখ-শান্তিতে থাকবে। (২২) উচ্চ জান্নাতে, (২৩) যার ফল নিকটেই থাকবে। (২৪) বলা হবে, খাও, পান

بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٥﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ

বিমা ~ আস্‌লাফ্‌তুম্ ফিল্ আইয়্যা-মিল্ খ-লিইয়াহ্। ২৫। অ আম্মা-মান্ উতিইয়া কিতা-বাহূ বিশিমা-লিহী ফাইয়াকূ্লু ইয়া-লাইতানী
কর তৃপ্তিতে, বিগত দিনের কর্মের বিনিময়ে। (২৫) আমলনামা যার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে, হায়! কি ভাল হত,

لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ ﴿٢٦﴾ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٧﴾ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٨﴾ مَآ اَغْنٰى

লাম্ উতা কিতা-বিইয়াহ্। ২৬। অলাম্ আদ্‌রি মা-হিসা-বিইয়াহ্। ২৭। ইয়া-লাইতাহা- কা-নাতিল্ ক্ব-দ্বিয়াহ্। ২৮। মা ~ আগ্‌না
যদি আমি আমলনামা না পেতাম, (২৬) হিসাবটিই যদি না জানতাম! (২৭) হায়! মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হত! (২৮) ধন কোন

عَنِّىْ مَالِيَهْ ﴿٢٩﴾ هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ ﴿٣٠﴾ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ★

'আন্নী মা-লিইয়াহ্। ২৯। হালাকা 'আন্নী সুল্‌ত্বোয়-নিইয়াহ্। ৩০। খুযূহু ফাগুল্লূ হু। ৩১। ছুম্মাল্ জ্বাহীমা ছোয়াল্লূহু।
কাজেই আসে নি, (২৯) আমার ক্ষমতাও শেষ, (৩০) একে ধর, বেড়ী পরাও। (৩১) পরে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

﴿٣٢﴾ ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ﴿٣٣﴾ اِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

৩২। ছুম্মা ফী সিল্‌সিলাতিন্ যার্'উহা সাব্'উনা যিরা-'আন্ ফাস্‌লুকূহ্। ৩৩। ইন্নাহূ কা-না লা-ইয়ু'মিনু বিল্লা-হিল্
(৩২) পরে সত্তর গজ দীর্ঘ একটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখ। (৩৩) নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপর ঈমান রাখত

الْعَظِيْمِ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣٥﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ★

'আজীম। ৩৪। অলা-ইয়াহুদ্দু 'আলা ত্বোয়া'আ- মিল্ মিস্‌কীন্। ৩৫। ফালাইসা লাহুল্ ইয়াওমা হা-হুনা-হামীমুঁও।
না। (৩৪) মিসকীনদেরকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না। (৩৫) অতএব, আজকের দিনে এখানে তার কোন সুহৃদ নেই।

ع ১ ৩৭ ৫ রুকু

﴿٣٦﴾ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ﴿٣٧﴾ لَا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ﴿٣٨﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ★

৩৬। অলা-ত্বোয়া'আ-মুন্ ইল্লা-মিন্ গিস্‌লীন্। ৩৭। লা-ইয়া''কুলুহূ ~ ইল্লাল্ খ-ত্বিয়ূন্। ৩৮। ফালা ~ উক্বসিমু বিমা-তুব্‌ছিরূন্।
(৩৬) এবং পুঁজ ছাড়া তার আর কোন খাদ্য নেই, (৩৭) পাপীরাই তা আহার করবে। (৩৮)এমন বস্তুর কসম করছি; যা দেখ

﴿٣٩﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤١﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا

৩৯। অমা- লা-তুবছিরূন। ৪০। ইন্নাহূ লাক্বওলু রাসূলিন্ কারীম। ৪১। অমা-হুওয়া বিক্বওলি শা-ই'র; ক্বলীলাম্

(৩৯) এবং যা দেখ না, (৪০) এটা মর্যাদাবান রাসূলের (ফেরেশ্তার) বাহিত বার্তা (৪১) না কবির রচনা, তোমরা খুব

مَا تُؤْمِنُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ

মা-তু"মিনূন্। ৪২। অলা-বিক্বওলি কা-হিন্; ক্বলীলাম্ মা-তাযাক্কারূন্। ৪৩। তান্‌যীলুম্ মির্ রব্বিল্

কমই বিশ্বাস কর, (৪২) আর এটা না কোন গণকের কথা, তোমরা অতি অল্পই অনুধাবন করছ। (৪৩) এটা বিশ্ব- রবের পক্ষ

الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٥﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

'আ-লামীন্। ৪৪। অলাও তাক্বওয়্যালা 'আলাইনা-বা'দ্বোয়াল্ আক্ব-ওয়ীল্। ৪৫। লাআখায্না-মিন্হু বিল্ইয়ামীন।

থেকে নাযিলকৃত। (৪৪) আর সে যদি আমার ওপর কিছু বানিয়ে বলত, (৪৫) তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম,

﴿٤٦﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٧﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

৪৬। ছুম্মা লাক্বত্বোয়া'না- মিন্হুল্ অতীন্। ৪৭। ফামা-মিন্কুম্ মিন্ আহাদিন্ 'আন্হু হা-জ্বিযীন্।

(৪৬) পরে তার হৃদপিণ্ডের শিরা কর্তন করে দিতাম, (৪৭) অতঃপর তোমাদের কেউই তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

﴿٤٨﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ

৪৮। অইন্নাহূ লাতায্কিরাতুল্ লিল্মুত্তাক্বীন্। ৪৯। অইন্না-লানা'লামু আন্না মিন্কুম্ মুকায্যাবীন্। ৫০। অইন্নাহূ

(৪৮) আর এটা মুত্তাকীদের জন্যই উপদেশ, (৪৯) আর আমি জানি, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাবাদী আছে, (৫০) আর নিশ্চয়ই

لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥١﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥٢﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ع ১৫ ২ ৬ রুকু

লাহাসরাতুন্ 'আলাল্ কা-ফিরীন্। ৫১। অইন্নাহূ লাহাক্ব্ক্বুল্ ইয়াক্বীন্। ৫২। ফাসাব্বিহ্ বিস্মি রব্বিকাল্ আ'জীম্।

এটা শোকের উৎস কাফেরদের কাছে, (৫১) এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব মহান রবের নামের মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা মা'আ-রিজ্ব
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৪৪
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿٢﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٣﴾ مِنَ اللَّهِ ذِي

১।সায়ালা সা — য়িলুম্ বি 'আযা-বিওঁ ওয়া- ক্বিই'ল্। ২। লিল্ কা-ফিরীনা লাইসা লাহূ দা'ফি'উম্। ৩। মিনল্লা-হি যিল্

(১) এক প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল, (২) কাফেরদের উপর যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। (৩) মর্যাদাবান

আয়াত-২ঃ এ আবেদনকারী ছিল নযর নামক জনৈক কাফের। এ আবেদনের উদ্দেশ্য এটিই ছিল, যা কাফেররা করত এবং বলত, হে আল্লাহ! এ দ্বীন আপনার নিকট হতে আগত সঠিক দ্বীন হয়ে থাকলে আমাদের উপর আসমান হতে প্রস্তর বর্ষণ করুন। অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের উপর নাযিল করুন। (ইব্ঃ কাঃ) আয়াত-৪ ঃ দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কেউ আরোহণ করলে পঞ্চাশ হাজার বছরে এ দুরত্ব অতিক্রম করতে পারত। (জাঃ বয়াঃ) হুযূর (ছঃ) বলেন, এ দিনটি মু'মিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়বার সময়ের চেয়েও কম হবে। (তাফঃ মাযঃ)

الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ

মা'আ-রিজ্। ৪। তা'রুজুল্ মালা — য়িকাতু অর্রূহু ইলাইহি ফী ইয়াওমিন্ কা-না মিক্ব্দা-রুহূ খম্সীনা আল্ফা
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা পতিত হবে। (৪) ফেরেশ্‌তা ও রূহ আল্লাহর সমীপে উঠবে এমন দিনে, যার পরিমাণ পার্থিব পঞ্চাশ হাজার

سَنَةٍ ۝ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرٰىهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ

সানাহ্। ৫। ফাছ্‌বির্ ছোয়াব্‌রন্ জ্বামীলা-। ৬। ইন্নাহুম্ ইয়ারওনাহূ বা'ঈদাঁও।৭। অনার-হু ক্বরীবা-। ৮। ইয়াওমা তাকূনুস্
বছর। (৫) অতএব সুন্দরভাবে সবুর করুন। (৬) তারা তা সুদূর মনে করে। (৭) আমি দেখি নিকটবর্তী, (৮) সেদিন আকাশ

السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا *

সামা — য়ু কাল্ মুহ্‌লি। ৯। অতাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ ইহ্‌নি। ১০। অলা-ইয়াসয়ালু হামীমুন্ হামীমা-।
গলিত তামার ন্যায় হয়ে যাবে। (৯) আর পাহাড়সমূহ হবে জীর্ণ পশমের ন্যায় (১০) আর সেদিন বন্ধু বান্ধবকে প্রশ্ন করবে না,

۝ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ *

১১। ইয়ুবাছ্‌ছোয়ারূনাহুম্; ইয়াওয়াদ্দুল্ মুজ্ব্‌রিমু লাও ইয়াফ্‌তাদী মিন্ 'আযা-বি ইয়াওমায়িযিম্ বিবানীহ।
(১১) যদিও তারা একজন অন্যজনকে দেখবে, সেদিন পাপীরা শাস্তির মুখে স্বীয় সন্তানদেরকে প্রদান করতে চাইবে,

۝ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـْٔوِيهِ ۝ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

১২। অছোয়া-হিবাতিহী অআখীহি। ১৩। অফাছীলাতিহিল্লাতী তু"ওয়ীহি। ১৪। অমান্ ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আন্ ছুম্মা
(১২) স্বীয় স্ত্রী ও ভ্রাতাকে, (১৩) আর তার আশ্রয়দাতা আত্মীয়কে, (১৪) এবং যমীনের সবাইকে, যেন তাকে মুক্তি

يُنجِيهِ ۝ كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظٰى ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى *

ইয়ুনজ্বীহ। ১৫। কাল্লা-; ইন্নাহা- লাজোয়া-। ১৬। নায্‌যা-'আতাল্লিশ্ শাওয়া। ১৭। তাদ্'উ মান্ আদ্‌বার অতাওয়াল্লা-।
দেয়। (১৫) কখনই না, তা অগ্নিশিখা, (১৬) যা চামড়া খসাবে। (১৭) তা পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী ও বিমুখকে ডাকবে।

۝ وَجَمَعَ فَأَوْعٰى ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا *

১৮। অজ্বামা 'আ ফাআও'আ-। ১৯। ইন্নাল্ ইন্‌সা -না খুলিক্ব হালূ'আন্। ২০। ইযা-মাস্‌সাহুশ্ শার্‌রু জ্বাযূআঁও।
(১৮) আর যে ধন জমা ও সংরক্ষণ করেছিল, (১৯) নিশ্চয়ই মানুষ দুর্বল হিসেবে সৃষ্ট। (২০) যখন বিপদে হতাশ হয়,

۝ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ

২১। অইযা-মাস্‌সাহুল্ খইরু মানূ'আ-। ২২। ইল্লাল্ মুছোয়াল্লীনা। ২৩। ল্লাযীনা হুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্
(২১) আর যখন কল্যাণ আসে তখন কার্পণ্য করে, (২২) অবশ্য যারা মুছল্লী তারা ছাড়া, (২৩) যারা নিজেদের নামাযে সদা

دَآئِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝ وَالَّذِينَ

দা — য়িমূন। ২৪। অল্লাযীনা ফী ~ আম্‌ওয়ালিহিম্ হাক্ব্কু ম্ মা'লূমুল্। ২৫। লিস্‌সা — য়িলি অল্ মাহ্‌রূম। ২৬। অল্লাযীনা
কায়েম থাকে, (২৪) আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক আছে, (২৫) প্রার্থী ও বঞ্চিত নির্বিশেষে সকলের জন্য, (২৬) আর যারা

يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ

ইয়ুছোয়াদ্দিক্বূনা বিইয়াওমিদ্দীন্। ২৭। অল্লাযীনা হুম্ মিন্ 'আযা-বি রব্বিহিম্ মুশ্ফিক্বূন্। ২৮। ইন্না
কিয়ামত দিবসকে সত্য বলে জানে, (২৭) আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, (২৮) বাস্তবিকই তাদের

عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ

'আযা-বা রব্বিহিম্ গইরু মা"মূন্। ২৯। অল্লাযীনা হুম্ লিফুরূজিহিম্ হাফিজূন্। ৩০। ইল্লা- 'আলা ~
রবের শাস্তি হতে নিরাপদ হওয়া যায় না, (২৯) আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহকে সংযত করে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী ও

أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ

আয্ওয়া জিহিম্ আও মা-মালাকাত্ আইমা -নুহুম্ ফাইন্নাহুম্ গইরু মালূমীন্। ৩১। ফামানিব্তাগা-অরা ~ য়া যা- লিকা
মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া, কেননা, তাতে তারা নিন্দনীয় হবে না। (৩১) আর এ'ছাড়া যদি অন্যদেরকে কামনা করে,

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ

ফাউলা — য়িকা হুমুল্ 'আ-দূন্। ৩২। অল্লাযীনা হুম্ লিআ মা-না-তিহিম্ অ 'আহ্দিহিম্ রা-'উন। ৩৩। অল্লাযীনা
তবে তারাই সীমালংঘণকারী হবে, (৩২) আর যারা নিজেদের আমানত ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,(৩৩) আর যারা

هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٥﴾ أُولَٰئِكَ فِي

হুম্ বিশাহা-দা-তিহিম্ ক্ব — য়িমূন্। ৩৪। অল্লাযীনা হুম্ 'আলা- ছলা-তিহিম্ ইয়ুহা-ফিজূন্। ৩৫। উলা — য়িকা ফী
তাদের সাক্ষ্যদানে অটল থাকে, (৩৪) এবং যারা তাদের নীজদের (ফরয) নামাযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে (৩৫) তারা সম্মানের

جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٧﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ　　১ ع ৩৫ ৭ রুকু

জান্না-তিম্ মুক্রামূন্।৩৬। ফামা-লিল্লাযীনা কাফারূ ক্বিবালাকা মুহ্ত্বি'ঈন্। ৩৭। আ'নিল্ ইয়ামীনি অ'আনিশ্
সাথে জান্নাতে থাকবে, (৩৬) কাফেরদের কি হল, আপনার দিকে ছুটে আসছে? (১) (৩৭) ডান ও বাম দিক হতে

الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٨﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٩﴾ كَلَّا ۖ إِنَّا

শিমা-লি 'ঈযীন্। ৩৮। আইয়াত্ব্ মা'উ কুল্লুম্ রিয়িম্ মিন্হুম্ আইঁ ইয়ুদখলা জান্নাতা না'ঈমি। ৩৯। কাল্লা-; ইন্না-
দলে দলে, (৩৮) প্রত্যেকেই কি এ আকাঙ্খা করে যে, সে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করবে? (৩৯) না, তা কখনও

خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ

খলাক্ব্-না-হুম্ মিম্মা-ইয়া'লামূন। ৪০। ফালা ~ উক্বসিমু বিরব্বিল্ মাশা-রিক্বি অল্ মাগ-রিবি ইন্না-লাক্ব-দিরূন।
হবে না। যা দিয়ে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তা তারা জানে। (৪০) অতঃপর পূর্ব ও পশ্চিমের রবের কসম, আমি সামর্থবান,

আয়াত-৩৪ ঃ অর্থাৎ নামাযের ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখে। আর এসবগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করে। এর দ্বারা নামাযের মর্যাদা ও তাকীদ উদ্দেশ্য। (জাঃ বয়াঃ) আয়াত-৩৭ ঃ যেসব কাফির রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর সময়ে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ও ওহী এবং তাঁর মু'জিযাসমূহকে দেখত। এতদ্সত্ত্বেও তারা পালিয়ে যেত, আল্লাহ তাদের এসব আচরণে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। (ইবঃ কাঃ)
আয়াত-৪০ ঃ অর্থাৎ শুক্র বিন্দু হতে যা অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় হওয়ার কারণে নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ; তা কি কখন বেহেশতে প্রবেশ করার যোগ্য হতে পারে? হ্যাঁ যখন সেই অপবিত্র ও ঘৃণিত পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট মানুষ ঈমান আনয়নের দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়, তবেই সম্ভব। (মুঃ কোঃ)

﴿٤١﴾ عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤٢﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا

৪১। 'আলা ~ আন্ নুবাদ্দিলা খইরম্ মিন্হুম্ অমা- নাহ্নু বিমাস্বূক্বীন্। ৪২। ফাযার্হুম্ ইয়াখূদ্বূ

(৪১) তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উত্তম মানুষ স্থায়ী করতে আমি সক্ষম। (৪২) অনন্তর তাদেরকে ত্যাগ করুন, তাদেরকে

وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ

অইয়াল্'আবূ হাত্তা-ইয়ুলা-ক্বূ ইয়াওমাহুমু ল্লাযী ইয়ূ'আদূনা। ৪৩। ইয়াওমা ইয়াখ্রুজূ্না মিনাল্

আপনি বিতর্কে ও খেল-তামাশায় মত্ত থাকতে দিন, সতর্কিত দিনের সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত; (৪৩) সেদিন তারা

الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٤﴾ خَاشِعَةً

আজ্দা-ছি সিরা-'আন্ কায়ান্নাহুম্ ইলা-নুছুবিঁই ইয়ুফিদ্বূনা । ৪৪। খ-শি'আতান্

কবর হতে বের হয়ে দ্রুত ধাবিত হতে থাকবে, যেন তারা কোন লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।(৪৪) তাদের দৃষ্টি অবনমিত,

রুকু ২ ৯ ৮

أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ٭

আব্ছোয়া-রুহুম্ তার্হাক্বুহুম্ যিল্লাহ্; যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্ লাযী কা-নূ ইয়ূ'আদূন্।

থাকবে এবং অপমান তাদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে; এটাই তাদের সেদিন, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

সূরা নূহ্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ

১। ইন্না ~ আর্সাল্না-নূহান্ ইলা-ক্বওমিহী ~ আন্ আন্যির্ ক্বওমাকা মিন্ ক্বব্লি আইঁ ইয়া"তিয়াহুম্ 'আযা-বুন্

(১) নূহকে তার জাতির জনগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যে, তুমি তোমার জাতিকে ভয় প্রদর্শন কর, যন্ত্রনাময় শাস্তি আসার

أَلِيمٌ ﴿٢﴾ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣﴾ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٭

আলীম্। ২। ক্বা-লা ইয়া-ক্বওমি ইন্নী লাকুম্ নাযীরুম্ মুবীন্। ৩। আনি'বুদুল্লা-হা অত্তাক্বূহু অআত্বী'উনি।

পূর্বে। (২) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি স্পষ্ট সতর্ককারী, (৩) আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর, আমাকে মান,

﴿٤﴾ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ

৪। ইয়াগ্ফির্ লাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্ ওয়া ইয়ুয়াখ্খিরকুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মা-; ইন্না আজ্বালাল্লা-হি ইযা-জ্বা — য়া

(৪) তিনি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন, আল্লাহর সময় আসলে দেরী

ওয়াকফে গোফরান

لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٦﴾ فَلَمْ

লা-ইয়ুয়াখ্খর্। লাও কুন্তুম্ তা'লামূন্। ৫। ক্বা-লা রব্বি ইন্নী দা'আওতু ক্বওমী লাইলাঁও অন্নাহা-র-। ৬। ফালাম্

হবে না, যদি তোমরা জানতে তবে কতই না উত্তম হত। (৫) বলল, হে রব! কাওমকে দিবা-নিশি ডাকলাম, (৬) আমার

يزدهم دعاءي إلا فرارا ﴿٧﴾ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم

ইয়াযিদ্হুম্ দু'আ — য়ী ~ ইল্লা-ফির-র-। ৭। অইন্নী কুল্লামা-দা'আওতুহুম্ লিতাগ্ফির লাহুম্ জ্বায়ালূ ~ আছোয়া-বি'আহুম্
আহ্বানে তাদের পলায়নকে বাড়িয়ে দিয়েছে। (৭) যখনই তাদেরকে আহ্বান করলাম যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন,

في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ﴿٨﴾ ثم إني

ফী ~ আ-যা-নিহিম্ অস্তাগ্শাও ছিয়া-বাহুম্ অ আছোয়ারুরূ অস্তাক্বারুস্ তিক্বা-রা-। ৮। ছুম্মা ইন্নী
কিন্তু তারা কানে আঙ্গুল দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে, জিদ ধরে ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। (৮) পরে নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে

دعوتهم جهارا ﴿٩﴾ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ﴿١٠﴾ فقلت استغفروا

দা'আওতুহুম্ জ্বিহা-রন্। ৯। ছুম্মা ইন্নী ~ আ'লান্তু লাহুম্ অআস্রর্তু লাহুম্ ইস্র-রন্। ১০। ফাকুল্তুস্ তাগ্ফিরূ
উচ্চৈঃস্বরে ডেকেছি, (৯) পরে আমি প্রকাশ্যে বুঝিয়েছি, গোপনেও তাদেরকে বুঝিয়েছি, (১০) বললাম, তোমরা রবের

ربكم إنه كان غفارا ﴿١١﴾ يرسل السماء عليكم مدرارا ﴿١٢﴾ ويمددكم بأموال

রব্বাকুম্; ইন্নাহূ কা-না গাফ্ফা-রাঁ। ১১। ইয়ুর্সিলিস্ সামা — য়া 'আলাইকুম্ মিদ্রা-র- । ১২। অ ইয়ুম্দিদ্কুম্ বিআম্ওয়া-লিঁও
নিকট ক্ষমা চাও, তিনি ক্ষমাশীল, (১১) তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষাবেন, (১২) তিনি তোমাদেরকে সম্পদ ও

وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم أنهرا ﴿١٣﴾ ما لكم لا ترجون لله وقارا ★

অবানীনা অইয়াজ্ব্'আল্ লাকুম্ জ্বান্না-তিঁও অইয়াজ্ব্'আল্ লাকুম্ আন্হা-র-। ১৩। মা-লাকুম্ লা-তার্জূনা লিল্লা-হি ওয়াক্বা-র-।
সন্তান দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন, জান্নাত প্রদান করবেন এবং নহরসমূহ স্থাপন করবেন। (১৩) কি হল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব চাও না?

﴿١٤﴾ وقد خلقكم أطوارا ﴿١٥﴾ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموت طباقا ﴿١٦﴾ وجعل

১৪। অক্বদ্ খলাক্বকুম্ আত্বওয়া-রা-। ১৫। আলাম তারও কাইফা খলাক্ব ল্লা-হু সাব্'আ সামাওয়া-তিন্ ত্বিবা-ক্বাঁও।১৬। অজ্বা'আলাল্
(১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) দেখ না, তিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন? (১৬) আর চন্দ্রকে

القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ﴿١٧﴾ والله أنبتكم من الأرض نباتا ★

ক্বমার ফীহিন্না নূরাঁও অজ্বা'আলাশ্ শাম্সা সির-জ্বা-। ১৭। অল্লা-হু আমবাতাকুম্ মিনাল্ আর্দ্বি নাবা-তান্।
তিনি স্থাপন করেছেন জ্যোতিরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে,(১৭) আর আল্লাহ তোমাদেরকে ভূমি হতে উদ্গত করেছেন।

﴿١٨﴾ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ﴿١٩﴾ والله جعل لكم الأرض بساطا ★

১৮। ছুম্মা ইয়ু'ঈদুকুম্ ফীহা-অইয়ুখ্রিজু কুম্ ইখ্র-জ্বা-। ১৯। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুমুল্ আর্দ্বোয়া বিসা-ত্বোয়াল্।
(১৮) তাতেই আবার তোমাদেরকে নিবেন, আবার বের করবেন। (১৯) আর আল্লাহ যমীনকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করলেন

আয়াত-৭ ঃ কাপড় জড়িয়ে নিল। যেন তাঁর কথা আমাদের অন্তরে গ্রথিত না হয়ে যায়। কেননা, তারা তাঁর কথা শুনতে অনিচ্ছুকক ছিল। (মুঃ কোঃ) আয়াত-১০ ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি "ইসতিগফার" কে অর্থাৎ তওবাকে আবশ্যকীয় করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিপদ হতে তার নাজাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন, প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন। আর এমন স্থান হতে তার রিযক পৌছায়ে থাকেন, যা সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই হয় না। (ফতঃ বয়াঃ) আয়াত-১৭ ঃ তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উদ্ভূত করেন। কেননা, আদম (আঃ) এর সৃষ্টি মাটি হতে, তার পর মাটি হতে তরিতরকারী। তরিতরকারী হতে খাদ্যাদি। খাদ্যাদি হতে রক্ত, রক্ত হতে বীর্য, বীর্য হতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (জাঃ বয়াঃ)

১ ع ২০ ৯ রুকু

(٢٠) لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢١) قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ

২০। লিতাস্লুকূ মিন্হা-সুবুলান্ ফিজ্বা-জ্বা-।২১। ক্বা-লা নূহুর্ রব্বি ইন্নাহুম্ 'আছোয়াওনী অত্তাবা'উ মাল্ লাম্

(২০) যেন তোমরা মুক্ত পথে চলতে পার। (২১) নূহ বলল, রব! তারা আমাকে মানে না, বরং তাকে মানে যার ধন ও

يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (٢٢) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (٢٣) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ

ইয়াযিদ্হু মা-লুহূ ওয়া অলাদুহূ ~ ইল্লা-খাসা-র-। ২২। অমাকারূ মাক্রন্ কুব্বা-র-। ২৩। অ ক্বা-লূ লা-তাযারুন্না আ-লিহাতাকুম্

সন্তান তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। (২২) আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, (২৩) আর বলেছে, কখনো দেব-দেবীকে

وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (٢٤) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ

অলা-তাযারুন্না অদ্দাঁও অলা-সুওয়া- আঁও অলা-ইয়াগূছা অ ইয়া'উ ক্ব অনাস্র-। ২৪। অক্বদ আদ্বোয়াল্লূ কাছীরন্ অলা-তাযিদিজ্

ছেড়ো না, না'ওয়াদ্ ও সূয়া'কে, না'ইয়াগুছ্ ইয়া'উক'ও'নাসর'কে। (২৪) তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এসব

الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (٢٥) مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ

জোয়া-লিমীনা ইল্লা-দ্বোয়ালা-লা-। ২৫। মিম্মা-খাত্বী — য়া-তিহিম্ উগ্রিক্বূ ফাউদ্খিলূ না-রন্ ফালাম্ ইয়াজ্বিদূ লাহুম্ মিন্ দূনিল্

জালিমদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিন। (২৫) তাদের পাপের জন্য তারা নিমজ্জিত হয়েছে, জাহান্নামে ঢুকেছে, আল্লাহ ছাড়া

اللَّهِ أَنصَارًا (٢٦) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٧) إِنَّكَ إِن

লা-হি আন্ছোয়া-র-। ২৬। অক্বা-লা নূহুর্ রব্বি লা-তাযার্ 'আলাল্ আর্দ্বি মিনাল্ কা-ফিরীনা দাইইয়া-র-।২৭। ইন্নাকা ইন্

কাকেও বন্ধু পায় নি। (২৬) আর নূহ বলল, হে আমার রব। যমীনে কোন কাফেরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। (২৭) যদি রাখেন,

تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٨) رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

তাযারুহুম্ ইয়ুদ্বিল্লু 'ইবা- দাকা অলা-ইয়ালিদূ ~ ইল্লা-ফা-জ্বিরন্ কাফ্ফা-র-। ২৮। রব্বিগ্ফির্লী অলিওয়া-লিদাইয়্যা

তবে আপনার বান্দাহদেরকে পথভ্রষ্ট করবে, গুনাহগার ও কাফের জন্ম দিবে। (২৮) হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন,

২ ع ৮ ১০ রুকু

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

অলিমান্ দাখলা বাইতিয়া মু'মিনাঁও অলিল্ মু'মিনীনা অল্ মু'মিনা-ত্; অলা-তাযিদিজ্ জোয়া-লিমীনা ইল্লা-তাবা-র-।

আমার পিতা-মাতাকে, আমার ঘরে প্রবেশকারী নর-নারী ঈমানদারদেরকে ক্ষমা করুন, জালিমদের জন্য শুধু ধ্বংস বাড়ান।

● প্রথমাংশ

সূরা জ্বিন্ মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২৮
রুকূ ঃ ২

(١) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

১। কুল্ ঊহিয়া ইলাইয়্যা আন্নাহুস্ তামা'আ নাফারুম্ মিনাল্ জিন্নি ফাক্বা-লূ ~ ইন্না-সামি'না- কুর্ আ-নান্ 'আজ্বাবা-।

(১) আপনি বলে দিন, আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, একদল জিন শুনে বলেছে আমরা বিচিত্র কোরআন শুনেছি।

② يَهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ③ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ

২। ইয়াহ্দী ~ ইলার্ রুশ্দি ফাআ-মান্না-বিহ্; অলান্ নুশ্রিকা বিরব্বিনা ~ আহাদাঁও। ৩। অআন্নাহূ তা'আ-লা-জ্বাদ্দু
(২) যা সঠিক পথ দেখায়, আমরা তাতে ঈমান এনেছি, আমরা কাকেও রবের সাথে শরীক করব না। (৩) মর্যাদাবান

رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ④ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ★

রব্বিনা-মাত্তাখাযা ছোয়া- হিবাতাঁও অলা-অলাদা-। ৪। অআন্নাহূ কা-না ইয়াক্বূলু সাফীহুনা-'আলাল্লা-হি শাত্বোয়াত্বোয়াঁও।
আমাদের রব, না স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, আর না সন্তান, (৪) আর নির্বোধরাই আল্লাহ সম্পর্কে সীমা বহির্ভূত কথা বলে।

⑤ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ⑥ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ

৫। অআন্না-জোয়ানান্না ~ আল্লান্ তাকূ লান্ ইন্সু অল্ জ্বিন্নু 'আলাল্লা-হি কাযিবাঁও। ৬। অআন্নাহূ কা-না রিজ্বা-লুম্
(৫) আর আমরা ভাবতাম মানুষ ও জিন্ জাতি কখনও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে না।(৬) আর পুরুষ মানুষের মধ্যে কিছু লোক

مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ⑦ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ

মিনাল্ ইন্সি ইয়া'উযূনা বিরিজ্বা-লিম্ মিনাল্ জ্বিন্নি ফাযা-দূহুম্ রহাক্বাঁও। ৭। অআন্নাহুম্ জোয়ান্নু কামা-জোয়ানান্তুম্
এমন ছিল যে, তারা পুরুষ জিনের কাছে আশ্রয় চাইত, ফলে তাদের গর্ব বৃদ্ধি পেল। (৭) তোমাদের মত তারাও ভাবতো,

اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ⑧ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ

আল্লাই ইয়াব্'আছাল্লা-হু আহাদাঁও। ৮। অআন্না-লামাস্ নাস্ সামা — য়া ফাওয়াজ্বাদ্না-হা-মুলিয়াত্ হারসান্ শাদীদাঁও অ
আল্লাহ কাকেও রাসূল পাঠাবেন না। (৮) আর আমরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য আসমানে গেলাম, কঠোর পাহারা ও অগ্নিশিখা

شُهُبًا ⑨ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا

শুহুবাঁ-। ৯। অআন্না-কুন্না-নাক্ব উদু মিন্হা-মাক্বা-'ইদা লিস্সাম্'ই; ফামাই ইয়াস্তামি'ইল্ আ-না ইয়াজ্বিদ্ লাহূ শিহা-বার
পেলাম। (৯) অথচ পূর্বে আমরা বিভিন্ন ঘাঁটিতে খবর শুনতে বসতাম, কিন্তু এখন খবর শ্রবণ করতে চাইলে সে তার জন্য

رَّصَدًا ⑩ وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ★

রাছোয়াদাঁও। ১০। অ আন্না-লা-নাদ্রী ~ আশার্রুন্ উরীদা বিমান্ ফিল্ আরদ্বি আম্ আরা-দা বিহিম্ রব্বুহুম্ রশাদাঁও।
জলন্ত অগ্নি শিখা পায়। (১০) আর আমরা জানি না, দুনিয়াবাসীর অমঙ্গলই কাম্য, নাকি তাদের রব তাদের মঙ্গল চান?

⑪ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ⑫ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ

১১। অআন্না-মিন্নাছ্ ছোয়া-লিহূনা অ মিন্না-দূনা যা-লিক; কুন্না ত্বোয়ারা — য়িক্ব ক্বিদাদাঁও। ১২। অআন্না-জোয়ানান্না ~ আল্ লান্
(১১) আর আমাদের কেউ সৎ ছিল, কেউ এর ব্যতিক্রম, আমরা বিভিন্ন রকমের। (১২) আর এখন বুঝেছি, যমীনে

আয়াত-১ঃ শানেনুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার কাফেরদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত যতই বুঝালেন মাত্র কয়েকজন ব্যতীত তারা ঈমান আনল না। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) মক্কার বাইরে তায়েফ গমন করে তথাকার লোকদের বুঝাতে যাওয়ায় ও অকৃতকার্য হয়ে ফিরবার পথে বর্তনে নাখলা নামক স্থানে ফজরের নামাযে কোরআন পাঠ করছিলেন। নাসীবাইন এর নয়জন জ্বিন তাদের আসমানে আরোহণের পথ বন্ধ হওয়ার কারণের খোঁজে এসে কোরআন শুনে বুঝতে পারল। ফলে তারা ঈমান আনল এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে হেদায়েত করল। (তাফঃ হক্কানী)
আয়াত-৬ঃ ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, জিন জাতি প্রথমে মানুষকে ভয় করত। পরে মানুষ তাদেরকে ভয় করতে লাগল। ফলে তারা মানুষের নিকটবর্তী হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিতে লাগল। (ইবঃ কাঃ)

نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿١٣﴾ وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ

নু'জ্বিযাল্লা-হা ফিল্ আর্দ্বি অলান্ নু'জ্বিযাহূ হারাবাঁও। ১৩। অআন্না-লাম্মা-সামি'নাল্ হুদা — আ-মান্না-বিহ্;

আমরা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পালাতেও পারব না। (১৩) আর আমরা যখন হেদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন আমরা

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿١٤﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا

ফামাইঁ ইয়ু"মিম্ বিরব্বিহী ফালা- ইয়াখ-ফু বাখ্সাঁও অলা-রহাক্বাঁও। ১৪। অআন্না-মিন্নাল্ মুস্লিমূনা অমিন্নাল্

ঈমান আনলাম, যে স্বীয় রবকে বিশ্বাস করে, তার ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা থাকবে না। (১৪) আমাদের মধ্যে কতক মুসলিম

الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٥﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا

ক্বা-সিতূন্; ফামান্ আস্লামা ফাউলা — য়িকা তাহাররও রশাদা-। ১৫। অআম্মাল্ ক্বা-সিতূ্না ফাকা-নূ

এবং কতক সীমা লংঘনকারী; অতএব যারা মুসলিম, তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। (১৫) যারা সীমা লংঘনকারী তারা

لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٦﴾ وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٧﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ

লিজ্বাহান্নামা হাত্বোয়াবাঁও। ১৬। অআল্লাওয়িস্ তাক্বা-মূ 'আলাত্ব্ ত্বোয়ারীক্বাতি লাআস্ক্বাইনা-হুম্ মা — য়ান্ গাদাক্বা-। ১৭। লিনাফ্তিনাহুম্

দোযখের জ্বালানি। (১৬) আর তারা সত্যপথে কায়েম থাকলে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করতাম, (১৭) যদ্দারা আমি তাদেরকে

فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٨﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ

ফীহ্; অমাইঁ ইয়ু'রিদ্ব্ 'আন্ যিক্রি রব্বিহী ইয়াস্লুক্হু 'আযা-বান্ ছোয়া'আদাঁও। ১৮। অআন্নাল্ মাসা-জ্বিদা লিল্লা-হি

পরীক্ষা করতে পারি; আর তাদের রবের স্মরণ-বিমুখীকে তিনি দুঃসহ আযাবে প্রবেশ করাবেন। (১৮) আর মসজিদসমূহ

فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿١٩﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ

ফালা-তাদ্'উ মা'আল্লা-হি আহাদাঁও। ১৯। অআন্নাহূ লাম্মা-ক্বা-মা 'আব্দুল্লা-হি ইয়াদ্'উহু কা-দূ ইয়াকূনূনা

আল্লাহরই, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না। (১৯) আর যখন আল্লাহর বান্দাহ তাকে আহ্বান করল তখন তারা

১ ع ১৯ ১১ রুকু

عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ

'আলাইহি লিবাদা-। ২০। ক্বুল্ ইন্নামা ~ আদ্'উ রব্বী অলা ~ উশ্রিকু বিহী ~ আহাদা-। ২১। ক্বুল্ ইন্নী লা ~ আম্লিকু

তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুন, নিশ্চয়ই রবকে আমি ডাকি, তার সঙ্গে কাউকে শরীক করি না, (২১) আপনি বলুন,

لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿٢٢﴾ قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ

লাকুম্ দ্বোয়াররঁও অলা-রশাদা-। ২২। ক্বুল্ ইন্নী লাইঁ ইয়ুজ্বীরানী মিনাল্লা-হি আহাদুঁও অলান্ আজ্বিদা

তোমাদের লাভ-ক্ষতির মালিক আমি নই। (২২) আপনি বলুন, আমাকে আল্লাহ হতে রক্ষা করার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া

مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ﴿٢٣﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ

মিন্ দূনিহী মুল্তাহাদান্। ২৩। ইল্লা-বালা-গাম্ মিনাল্লা-হি অরিসা-লা-তিহ্; আমাইঁ ইয়া'ছিল্লা-হা অরসূলাহূ ফাইন্না

আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। (২৩) কেবল আল্লাহ্র বাণী পৌছানই আমার দায়িত্ব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যদের

لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٤﴾ حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ

লাহূ না-রা জ্বাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা ~ আবাদা-।২৪।হাত্তা ~ ইযা-রয়াও মা-ইয়ূ'আদূনা ফাসাইয়া'লামূনা মান্
জন্য রয়েছে স্থায়ী জাহান্নামের আগুন। (২৪) যখন তারা প্রতিশ্রুত আযাব দর্শন করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, কার

اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٥﴾ قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ

আদ্ব'আফু না-সিরঁও অআক্বল্লু 'আদাদা-।২৫।কুল্ ইন্ আদ্‌রী ~ আক্বরীবুম্ মা- তূ'আদূনা আম্ ইয়াজ্ব'আলু
সাহায্যকারী দুর্বল ও সংখ্যা কম (২৫) বলুন, আমি জানিনা প্রতিশ্রুত বিষয় নিকটে, না রব এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ

لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ﴿٢٦﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ﴿٢٧﴾ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى

লাহূ রব্বী ~ আমাদা-।২৬।'আ-লিমুল্ গইবি ফালা-ইয়ুজ্‌হিরু 'আলা-গইবিহী ~ আহাদান্।২৭।ইল্লা-মানির্‌তাদ্বোয়া-
স্থির করবেন। (২৬) তিনি গায়েব সম্বন্ধে জানেন, তিনি কারো নিকট গায়েব প্রকাশ করেন না, (২৭) শুধুমাত্র তাঁর

مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ﴿٢٨﴾ لِّيَعْلَمَ

মির্ রাসূলিন্ ফাইন্নাহূ ইয়াসলুকু মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি অমিন্ খল্‌ফিহী রছোয়াদাল্।২৮।লিইয়া'লামা
মনোনীত রাছুল ছাড়া। তখন তিনি রাসূলের সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করে রাখেন, (২৮) তারা তাদের রবের বাণী ২

اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ★ ع ৯ ১২

আন্ ক্বদ্ আব্‌লাগূ রিস-লা-তি রব্বিহিম্ অআহা-তোয়া বিমা-লাদাইহিম্ অআহ্ছোয়া-কুল্লা শাইয়িন্ 'আদাদা-। রুকু
পৌছিয়েছেন কি না তা জানার জন্য; তিনি তাদের সব কিছু আয়ত্বে রেখেছেন, সব কিছুর সংখ্যা তিনি অবগত আছেন।

সূরা মুয্যাম্মিল্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿٢﴾ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٣﴾ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٤﴾ اَوْ زِدْ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিলু।২। কু_মিল্লাইলা ইল্লা-ক্বলীলান্ ৩। নিছ্‌ফাহূ ~ আওয়িন্‌কু_ছ্ মিন্‌হু ক্বলীলা-।৪। আওযিদ্
(১) হে চাদরাচ্ছাধিত! (২) সামান্য সময় ছাড়া রাত জাগরণ করুন, (৩) অর্ধ রাত বা কম, (৪) বা তদপেক্ষা কিছু বেশি:

শানেনুযূল ঃ সূরা মুয্যাম্মিল ঃ নবী কারীম (ছঃ)-এর ওপর ওহী আসার সময় অত্যন্ত ভারী অনুভূত হত। শীতকালেও তিনি ঘার্মাক্ত হয়ে যেতেন, মুখ বিবর্ণ হয়ে যেত। প্রথম প্রথম তাতে নবী কারীম (ছঃ) অত্যন্ত ভয় পেতেন। প্রথম যখন ওহী নাযীল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) ভীত হয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রিয়নবীকে এ স্নেহপূর্ণ শব্দে আখ্যায়িত করেন। প্রথম প্রথম রাতের নামাযই ফরয ছিল, অবশ্য, রাত মধ্যভাগ হতে কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করার স্বাধিনতা ছিল। পরে রাতে নামাযে দাঁড়াবার অপরিহার্যতা রহিত হয়ে যায়।

বায়জাভী শরীফ, তফসীরে বাজ্জায ও তাবারানীর বর্ণনা হতে এটাই শানেনুযূল মনে হয় যে, দারুন্নদওয়াতে কুরাইশরা সমবেত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এখন মুহাম্মদ (ছঃ)-এর এমন কোন নাম সাব্যস্ত কর যা দিয়ে লোকদেরকে নিবৃত্ত রাখা যায়। নবী কারীম (ছঃ)-এর নিকট যখন এ সভার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বিমর্ষিত হয়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং "ইয়া আইয়্যুহাল মুয্যাম্মিল" সম্বোধনের বাণী শুনালেন। রাতে তাঁর করণীয় সম্পর্কে জানান দেয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হচ্ছে। যেহেতু তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, তাই তাঁকে 'হে চাদর আচ্ছাদিত (ব্যাক্তি) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝٥ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝٦ اِنَّ نَاشِئَةَ

'আলাইহি অরত্তিলিল্ কুরআ-না তার্তীলা-। ৫। ইন্না-সানুল্ক্বী 'আলাইকা ক্বওলান্ ছাক্বীলা-। ৬। ইন্না না-শিয়াতাল
আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কোরআন পড়ুন, (৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করব, (৬) নিশ্চয়ই রাত

الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝٧ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝٨ وَاذْكُرِ

লাইলি হিইয়া আশাদ্দু ওয়াত্বুয়াঁও অআক্বওয়ামু ক্বীলা-। ৭। ইন্না-লাকা ফিন্নাহা-রি সাবহান্ ত্বোয়াওয়ীলা-। ৮। অয্কুরিস্
জাগরণ কঠিন, তবে কথার উপযোগী। (৭) নিশ্চয় দিনের বেলা আপনার দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততা আছে। (৮) আর স্মরণ করুণ

اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝٩ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ

মা রব্বিকা অতাবাত্তাল্ ইলাইহি তাব্তীলা-। ৯। রব্বুল্ মাশ্রিক্বি অল্মাগ্রিবি লা ~ ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া ফাত্তাখিয্হু
আপনার রবের নাম, তাঁর দিকে মগ্ন হোন। (৯) পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, তাকেই গ্রহণ

وَكِيْلًا ۝١٠ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝١١ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ

অক্বীলা-। ১০। ওয়াছ্বির্ 'আলা-মা-ইয়াক্বূলূনা ওয়াহ্জুর্হুম্ হায্রন্ জ্বামীলা-। ১১। অযার্নী অল্মুকায্যিবীনা
কর কার্য বিধায়করূপে, (১০)লোকের কথায় সবর করুন, সুন্দর ভাবে তাদেরকে পরিহার করুন, (১১) আর আমাকে ও

اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝١٢ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝١٣ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

উলিন্ না'মাতি অমাহ্হিল্হুম্ ক্বলীলা-। ১২। ইন্না-লাদাইনা ~ আন্কা-লাঁও অজ্বাহীমাঁ- ।১৩। অত্বোয়া'আ-মান্ যা-গুছ্ছোয়াতিঁও
বিলাসী মিথ্যাবাদীদেরকে ছেড়ে দিন ও একটু অবকাশ দিন। (১২) আমার কাছে শিকল ও আগুন আছে। (১৩) কণ্ঠরোধক

وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝١٤ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا *

অ'আযা-বান্ আলীমা-। ১৪। ইয়াওমা তার্জুফুল্ আর্দ্বু অল্জ্বিবা-লু অকা-নাতিল্ জ্বিবা-লু কাছীবাম্ মাহীলা-।
খাদ্য ও যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (১৪) সেদিন যমীন ও পাহাড় প্রকম্পিত হবে, পাহাড়গুলো বহমান বালুকাস্তুপের হবে।

۝١٥ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا *

১৫। ইন্না ~ আর্সাল্ না ~ ইলাইকুম্ রসূলান্ শা-হিদান্ 'আলাইকুম্ কামা ~ আর্সাল্না ~ ইলা- ফির্'আ'উনা রসূলা-।
(১৫) নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে

۝١٦ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝١٧ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ

১৬। ফা'আছোয়া- ফির্'আউনুর্ রসূলা ফাআখয্না-হু আখ্যাঁও অবীলা-। ১৭। ফাকাইফা তাত্তাকূনা ইন্ কাফারতুম্
(১৬) ফেরাউন রাসূলের আনুগত্য করে নি, তাকে কঠোরভাবে ধরলাম। (১৭) তোমরা সে দিন কিভাবে বাঁচবে, যদি

يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝١٨ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝١٩ اِنَّ

ইয়াওমাইঁ ইয়াজ্ব'আলুল্ ওয়িল্দা-না শীবা-। ১৮। নিস্ সামা — য়ু মুনফাত্বিরুম্ বিহ্; কা-না ওয়া'দুহূ মাফ্'উলা-। ১৯। ইন্না
কুফ্রী কর, যেদিন বালককে বৃদ্ধ করে দেবে, (১৮) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে, তার প্রতিশ্রুতি কার্যকরী। (১৯) এটা ৩১

هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٢٠﴾ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْ ع ১৯ ১৩ রুকু

হা-যিহী তায্ কিরতুন্ ফামান্ শা — য়া ত্তাখাযা ইলা-রব্বিহী সাবীলা-।২০। ইন্না রব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাকূমু
উপদেশ, সুতরাং যার ইচ্ছা সে তার রবের পথ ধরুক। (২০) নিশ্চয়ই আপনার রব জানেন, নিশ্চয়ই আপনি রাতের প্রায় দু' তৃতীয়াংশ,

اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۭ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ

আদ্না-মিন্ ছুলুছায়িল্লাইলি অনিছ্ফাহূ অ ছুলুছাহূ অত্বোয়া — য়িফাতুম্ মিনাল্লাযীনা মা'আক্; অল্লা-হু ইয়ুক্বদ্দিরুল্
অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ জাগরণ করেন, আপনার সঙ্গীদের একদলও, আর আল্লাহই দিন ও রাতেরপরিমাণ নির্ধারণ করেন;

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۭ

লাইলা অন্নাহা-র্; 'আলিমা আল্লান্ তুহ্ছূহু ফাতা-বা 'আলাইকুম্ ফাক্ব্রায়ূ মা-তাইয়াস্সারা মিনাল্ কু্র্আ-ন্;
তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে সক্ষম নয় তাই তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, কোরআন থেকে যা সহজ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ

'আলিমা আন্ সাইয়াকূনু মিন্কুম্ মার্দ্বোয়া অআ-খরূনা ইয়াদ্বরিবূনা ফিল্ আরদ্বি ইয়াব্তাগূনা মিন্
তা পড়, তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, আর কেউ কেউ আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের তালাশে যমীনে ভ্রমণ

فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا

ফাদ্বলিল্লা-হি অআ-খরূনা ইয়ুক্ব-তিলূনা ফী সাবীলিল্লা-হি ফাক্বরায়ূ মা-তাইয়াস্সার মিন্হু অআক্বীমুছ্
করবে, কেউ কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, অতএব কোরআনের যতটুকু পাঠ করা সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর; (ফরয)

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ

ছলা-তা অআ-তুয্ যাকা-তা অআক্ব্রিদ্বুল্লা-হা কার্দ্বোয়ান্ হাসানা-; অমা-তুক্বাদ্দিমূ লিআন্ফুসিকুম্ মিন্
নামায কায়েম কর, আর যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে কর্জে হাছানা প্রদান কর; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য যাই করবে ২

خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۧ ع ১ ১৪ রুকু

খইরিন্ তাজিদূহু 'ইন্দাল্লা-হি হুওয়া খইরঁও অআ'জোয়ামা আজ্র-; অস্তাগ্ফিরুল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা গফূরুর্ রহীম্।
আল্লাহর নিকট পাবে, এটাই উত্তম ও মহা পুরস্কার; অতএব আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সূরা মুদ্দাচ্ছির্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫৬
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿٢﴾ قُمْ فَاَنْذِرْ ﴿٣﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٤﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٥﴾ وَالرُّجْزَ

১। ইয়া ~ আইয়ুহাল্ মুদ্দাছ্ছিরু। ২। কু্ম্ ফাআন্যির্। ৩। অরব্বাকা ফা কাব্বির্ ৪। অছিয়া-বাকা ফাত্বোয়াহ্হির্। ৫। অরুরুজ্ব্ যা-
(১) হে বস্ত্রাবৃত! (২) উঠুন, সাবধান করুন, (৩) রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন, (৪) বস্ত্র পাক রাখুন, (৫) নাপাক হতে দূরে

فَاهْجُرْ ۝٥ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝٧ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝٨ فَذَٰلِكَ

ফাহ্‌জুর্ । ৬ । অলা- তাম্‌নুন্ তাস্‌তাক্‌ছিরু । ৭ । অলিরব্বিকা ফাছ্‌বির্ । ৮ । ফাইযা-নুক্বির ফিন্না-কূরি । ৯ । ফাযা-লিকা
থাকুন, (৬) বেশির আশায় দান করবেন না; (৭) রবের জন্য সবর করুন । (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁ হবে, (৯) অনন্তর

يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝٩ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝١٠ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝١١ *

ইয়াওমায়িযিই ইয়াওমুন্ 'আসীরুন্ । ১০ । 'আলাল্ কা-ফিরীনা গইরু ইয়াসীর্ । ১১ । যার্‌নী অমান্ খলাক্‌তু অহীদাঁও ।
সে দিবসটি এক কঠিন দিন, (১০) কাফেরদের জন্য মোটেও সহজ নয়, (১১) ছেড়ে দাও আমাকে ও আমার সৃষ্টিকে ;

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۝١٢ وَبَنِينَ شُهُودًا ۝١٣ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۝١٤ ثُمَّ

১২ । অজ্বা'আল্‌তু লাহূ মা-লাম্ মাম্‌দূদাঁও । ১৩ । অবানীনা শুহূদাঁও ১৪ । অমাহ্‌হাত্তু লাহূ তাম্‌হীদান্ । ১৫ । ছুম্মা
(১২) আর তাকে বহু ধনসম্পদ দিয়েছি, (১৩) আরও দিয়েছি নিকটতম পুত্র, (১৪) তাকে জীবনোপকরণ দিয়েছি; (১৫) এরপরও

يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۝١٥ كَلَّا ۖ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ۝١٦ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ۝١٧ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝١٨ *

ইয়াত্বমা'উ আন্ আযীদা ১৬ । কাল্লা-; ইন্নাহূ কা-না লিআ-ইয়া-তিনা- 'আনীদা- । ১৭ । সাউর্‌হিকুহূ ছোয়া'উদা- । ১৮ । ইন্নাহূ ফাক্কার অক্বদ্দার ।
চায় যেন আরও বাড়াই; (১৬) না, সে তো আয়াতের বিরোধী, (১৭) তাকে ক্রম শাস্তি দিব । (১৮) সে চিন্তা ও স্থির করল,

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝١٩ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝٢٠ ثُمَّ نَظَرَ ۝٢١ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝٢٢ *

১৯ । ফাক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দার্ । ২০ । ছুম্মা ক্বুতিলা কাইফা ক্বাদ্দার্ । ২১ । ছুম্মা নাজোয়ার্ ২২ । ছুম্মা 'আবাসা ওয়াবাসার ।
(১৯) ধ্বংস হোক! কিরূপে স্থির করল? (২০) আরও ধ্বংস, কিরূপে স্থির করল? (২১) আবার চাইল । (২২) কপাল কুঁচকিয়ে মুখ বাঁকা করল,

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝٢٣ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۝٢٤ إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝٢٥ *

২৩ । ছুম্মা আদ্‌বার ওয়াস্‌তাক্‌বার্ ।২৪ । ফাক্বা-লা ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-সিহ্‌রুঁই ইয়ু"ছার্ ।২৫ । ইন্ হা-যা ~ ইল্লা-ক্বাওলুল্ বাশার্ ।
(২৩) পরে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং অহংকার করল । (২৪) অতঃপর বলল, এটা তো প্রাপ্ত যাদুই । (২৫) এতো মানুষেরই কথা ।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝٢٦ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۝٢٧ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝٢٨ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۝٢٩ *

২৬ । সাউছ্‌লীহি সাক্বার্ ।২৭ । অমা ~ আদ্‌র-কা মা-সাক্বার্ ।২৮ । লা তুব্‌ক্বী অলা -তাযার্ ।২৯ । লাওয়্যা-হাতুল্লিল্‌বাশার্ ।
(২৬) সাকার এ ফেলব, (২৭) তুমি কি জান সাকার কি? (২৮) যা রাখে না, ছাড়েও না (১) (২৯) দেহ বিকৃতকারী ।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٣٠ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ

৩০ । 'আলাইহা- তিস্'আতা আ'শার্ ৩১ । অমা-জ্বা'আল্‌না ~ আছ্‌হা-বান্না-রি ইল্লা-মালা — য়িকাতাঁও অমা-জ্বা'আল্‌না-ই'দ্দাতাহুম্
(৩০) ঊনিশজন প্রহরী ।(৩১) ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরা কাজে নিয়োজিত রাখলাম, আমি তাদের সংখ্যা এরূপ রেখেছি ।

আয়াত-২৮ঃ দোযখীদের কোন অংশই জ্বলা হতে বাকী থাকবে না। জ্বালানোর পর সেই অবস্থায় ছেড়ে দিবে না' বরং পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর সদা জ্বলতে থাকবে। (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-২৯ঃ দেহের চামড়া জ্বালিয়ে আকৃতি পরিবর্তন করে দিবে। (ফাওঃ ওছঃ)
আয়াত-৩০ঃ জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা বাহিনীর সরদার হবেন ঊনিশ জন। তাদের মধ্যে বড় সরদারের নাম মালেক। শাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত ঊনিশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল, পাপীদেরকে শাস্তি দিবার জন্য ঊনিশ প্রকারের ফরযসমূহ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রত্যেক ফরযের ব্যবস্থাপনা এক একজন ফেরেশতার নেতৃত্বে থাকবে। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের শক্তি এতো বেশি যে, লক্ষ মানুষ একত্রে যা করতে অক্ষম, একজন ফেরেশতা তা করতে সক্ষম। তবে প্রত্যেক ফেরেশতার শক্তি তার দায়িত্বের আওতায় সীমাবদ্ধ। (ফাওঃ ওছঃ)

إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا

ইল্লা-ফিত্নাতাল্ লিল্লাযীনা কাফারূ লিইয়াস্ তাইক্বিনা ল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা অইয়াযদা-দাল্ লাযীনা আ-মানূ ~
আর আমি কাফেরদের পরীক্ষার জন্য যেন কিতাবীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে আর মুমিনদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় কিতাবের

إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي

ঈমা-নাঁও অলা-ইয়ারতা-বাল্ লাযীনা উতুল্ কিতা-বা অল্ মু"মিনূনা অলিইয়াকূ লাল্ লাযীনা ফী
অনুসারীরা ও বিশ্ববাসীরা যেন সন্দেহ পোষণ না করে এবং এর ফলে যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা ও কাফেররা বলতে

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكٰفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ

ক্বু-লূ বিহিম্ মারদ্বুঁও অল্ কা-ফিরূনা মা-যা ~ আরদাল্লা-হু বিহা-যা-মাছালা-; কাযা-লিকা ইয়ুদ্বিল্লু ল্লা-হু
আরম্ভ করল, আল্লাহ এ আশ্চর্য উপমা দিয়ে কি বুঝাতে চান? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করে থাকেন এবং যাকে

مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى

মাঁই ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্দী মাঁই ইয়াশা — য়্; অমা-ইয়া'লামু জুনূদা রব্বিকা ইল্লা-হূঅ্ ; অমা-হিয়া ইল্লা- যিক্‌রা-
ইচ্ছা পথনির্দেশ করে থাকেন। আর আপনার রবের কাহিনী সম্পর্কে রব ছাড়া আর কেউ জানেনা. এটা মানুষের জন্য

لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ ع ১ ৩১ ১৫ রুকু

লিল্‌বাশার্। ৩২। কাল্লা-অলক্বামার্। ৩৩। অল্লাইলি ইয্ আদ্‌বার্। ৩৪। অছ্ছুব্‌হি ইযা ~ আস্‌ফার্। ৩৫। ইন্নাহা- লাইহ্‌দাল্ কুবার্।
সতর্ক বাণী। (৩২) কখনও না, চন্দ্রের কসম, (৩৩) আর অতিক্রান্ত রাতের, (৩৪) আর উজ্জ্বল প্রভাতের, (৩৫) তা অন্যতম বিপদ,

نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

৩৬। নাযীরল্লিল্‌বাশার্ । ৩৭। লিমান্ শা — য়া মিন্‌কুম্ আইঁ ইয়াতাক্বাদ্দামা আওইয়াতায়াখ্‌খর্ । ৩৮। কুল্লু নাফ্‌সিম বিমা- কাসাবাত্
(৩৬) মানুষের জন্য অত্যন্ত ভীতি প্রদর্শক সতর্ককারী; (৩৭) তোমাদের অগ্রগামী বা পশ্চাদগামীদের জন্য। (৩৮) প্রত্যেকে আপন

رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحٰبَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾

রহীনাহ্। ৩৯। ইল্লা ~ আছ্‌হাবাল্ ইয়ামীন্। ৪০। ফী জান্না-ত; ইয়াতাসা — য়ালূন্। ৪১। 'আনিল্ মুজ্‌রিমীনা।
কর্মের জন্য দায়ী, (৩৯) তবে ডানের লোক ছাড়া, (৪০) তারা উদ্যানে থাকবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, (৪১) পাপীদের সম্পর্কে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾

৪২। মা-সালাকাকুম্ ফী সাক্বর্। ৪৩। ক্বা-লূ লাম্ নাকু মিনাল্ মুছোয়াল্লীন্। ৪৪। অলাম্ নাকু নুত্ব্'ইমুল্ মিসকীন্।
(৪২) সাকারে কে ফেলেছে? (৪৩) তারা বলবে, আমরা নামাযী ছিলাম না, (৪৪) মিসকীনদেরও আহার করাতাম না.

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتّٰى أَتٰنَا

৪৫। অকুন্না-নাখূদ্বু মা'আল্ খ — য়িদ্বীন্। ৪৬। অকুন্না নুকায্‌যিবু বিইয়াওমিদ্দীন্। ৪৭। হাত্তা ~ আতা-নাল্
(৪৫) দোষান্বেষীদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। (৪৬) আর কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। (৪৭) এমন কি মৃত্যু

الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ

ইয়াক্বীন্। ৪৮। ফামা-তান্ ফা'উহুম্ শাফা-'আতুশ্ শা-ফি'ঈন্। ৪৯। ফামা- লাহুম্ 'আনিত্তায্‌কিরতি মু'রিদ্বীন্। ৫০। কায়ান্নাহুম্
এসে পড়ল।(৪৮) সুপারিশকারী তাদের উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, উপদেশ বিমুখ হয়। (৫০) যেন তারা

حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ

হুমুরুম্ মুস্তান্‌ফিরাহ্। ৫১। ফাররাত্ মিন্ ক্বাস্ ওয়ারাহ্। ৫২। বাল্ ইয়ুরীদু কুল্লু ম্ রিয়িম্ মিন্‌হুম্ আইঁ ইয়ু'তা-
ভীত গাধা। (৫১) এবং যা সিংহের সম্মুখ হতে পালায়ন কর, (৫২) বরং তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এ আশা করে যে, তাকে, একটি

صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَاءَ

ছুহুফাম্ মুনাশ্‌শারহ্। ৫৩। কাল্লা-; বাল্ লা-ইয়াখ-ফূনাল্ আ-খিরাহ্। ৫৪। কাল্লা ~ ইন্নাহূ তায্‌কিরাহ্। ৫৫। ফামান্ শা — য়া
২ গ্রন্থ দেয়া হোক। (৫৩) কখনও না, তারা আখেরাতকে ভয় করে না।(৫৪) না, কোরআনই সকলের জন্য উপদেশবাণী।(৫৫) সুতরাং যার

ع ২৫ ১৬ রুকু

ذَكَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

যাকারহ্। ৫৬। অমা-ইয়ায্‌কুরূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হ্; হুওয়া আহ্‌লুত্ তাক্বওয়া অআহ্‌লুল্ মাগ্‌ফিরহ্।
ইচ্ছা যে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।(৫৬) আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না ও তিনিই ভীতিপ্রদ, ক্ষমাশীল।

• তিন চতুর্থাংশ

সূরা ক্বিয়া-মাহ্ মক্কাবতীর্ণ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ **বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম** পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে	আয়াত ঃ ৪০ রুকূ ঃ ২

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿١﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ

১। লা ~ উক্ব্‌ সিমু বিইয়াওমিল্ ক্বিয়া-মাতি। ২। অলা ~ উক্ব্‌ সিমু বিন্নাফ্‌সিল্ লাওয়্যা-মাহ্। ৩। আইয়াহ্‌সাবুল্
(১) কসম করছি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও কসম করছি তিরস্কারকারীর। (৩) মানুষের কি ধারণা যে, আমি তার অস্থিসমূহ

الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ﴿٤﴾ بَلْ

ইন্‌সা-নু আল্লান্ নাজ্‌মা'আ ই'জোয়া-মাহ্। ৪। বালা-ক্ব-দিরীনা 'আলা ~ আন্ নুসাওয়্যিয়া বানা-নাহ্। ৫। বাল্
কখনও একত্র করব না?(৪) অবশ্যই আমি একত্রিত করব, আমি আঙ্গুলের করকেও সংস্থাপন করতে সক্ষম। (৫) তবুও কোন কোন

يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿٥﴾ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ

ইয়ুরীদুল্ ইন্‌সা-নু লিইয়াফ্‌জু্‌রা আমা-মাহ্। ৬। ইয়াস্‌য়ালু আইইয়া-না ইয়াওমুল্ ক্বিয়ামাহ্।৭। ফাইযা-বারিক্বল্
মানুষ চায় যে, ভবিষ্যতেও সে পাপ কর্মে লিপ্ত হবে। (৬) সে প্রশ্ন করে, কখন আখেরাতের আগমন ঘটবে? (৭) অনন্তর যখন চক্ষু

আয়াত-৫৩ঃ কাফিরদের একদল হুযূর (ছঃ) কে বলল, আপনি যদি চান যে, আমরা আপনার অনুসরণকারী হই, তা হলে আপনি একটা বিশেষ কিতাব আসমান হতে অবতীর্ণ করায়ে দিন যা আমাদেরকে আপনার অনুসরণের নির্দেশ দান করবে। (কামালাইন)
আয়াত-২ঃ মানুষের মন প্রথমতঃ আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকে, নেক্ কাজের প্রতি মোটেই আগ্রহ থাকে না। আত্মার এরূপ অবস্থায় তাকে নফসে আম্মারা বলে। তার পর প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলে, তথা মন্দ কাজের প্রতি গমন করলে বা কোন ভাল কাজ না করলে, আত্মা তাকে তিরস্কার করে। এ অবস্থায় তাকে "নফসে লাউওয়্যামাহ" বলে। আর যখন নেক কাজের আগ্রম সুদৃঢ় হয় এবং মন্দ কাজের আগ্রহ দূরীভূত হয়, তখন এ অবস্থায় তাকে বলে "নফসে মুত্‌মাইন্নাহ"। (মুঃ কোঃ) আয়াত-৭ঃ অর্থাৎ মানুষের চক্ষু আলো দানে অপরাগ হয়ে যাবে। (মুঃ কোঃ)

الْبَصَرُ ﴿٨﴾ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴿٩﴾ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴿١٠﴾ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ

বাছোয়ার্। ৮। অখসাফাল্ ক্বমার্। ৯। অজুমি'আশ্ শাম্সু অল্ ক্বমার্। ১০। ইয়াক্বূলুল্ ইন্সা-নু ইয়াওমায়িযিন্
অন্ধকার হয়ে যাবে। (৮) চন্দ্র হবে জ্যোতিহীন। (৯) চাঁদ-সুরুজ একত্র করা হবে। (১০) সেদিন মানুষ বলবে, এখন পালায়ন

أَيْنَ الْمَفَرُّ ﴿١١﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١٢﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ﴿١٣﴾ يُنَبَّأُ

আইনাল্ মাফার্। ১১। কাল্লা-লা- অযার্। ১২। ইলা-রব্বিকা ইয়াওমায়িযিনিল্ মুস্তাক্বার্। ১৩। ইয়ুনাব্বায়ুল্
কোথায় করব? (১১) না, কোথাও জায়গা নেই। (১২) সেদিন আপনার রবের কাছেই ঠাঁই হবে। (১৩) সেদিন মানুষ জানবে

الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٤﴾ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْ

ইন্সা-নু ইয়াওমায়িযিম্ বিমা-ক্বাদ্দামা অআখ্খর্। ১৪। বালিল্ ইন্সা-নু 'আলা-নাফ্সিহী বাছীরতুঁও। ১৫। অলাও
কোথায় তার পূর্বাপর সকল কাজ সম্পর্কে। (১৪) বরং মানুষ নিজের সম্বন্ধে অবগত। (১৫) যদিও সে অজুহাত করে। (১৬) আর

أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴿١٦﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿١٧﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ

আল্ক্বা-মা'আযীরহ্। ১৬। লা-তুহার্রিক্ বিহী লিসা-নাকা লিতা'জ্বালা বিহ্। ১৭। ইন্না 'আলাইনা- জ্বাম্'আহূ অ
(হে নবী আপনি) ওহী আয়ত্ব করতে আপনার জিহ্বা দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। (১৭) নিশ্চয়ই তা একত্রিত করা, পাঠ ও সংরক্ষণ

قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿٢٠﴾ كَلَّا بَلْ

ক্বুরআ-নাহ্। ১৮। ফাইযা-ক্বার'না-হু ফাত্তাবি' ক্বুরআ-নাহ্। ১৯। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- বাইয়া-নাহ্। ২০। কাল্লা-বাল্
করার দায়িত্ব আমার। (১৮) পড়ার সময় তার অনুসরণ করতে থাকুন। (১৯) ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই। (২০) না, তোমরা তো

تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ﴿٢١﴾ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢٢﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ

তুহিব্বূনাল্ 'আ-জ্বিলাহ্। ২১। অতাযারূনাল্ আ-খিরাহ্। ২২। উজূহুঁই ইয়াওমায়িযিন্ না-দ্বিরাহ্। ২৩। ইলা-
পার্থিব-জগৎকে ভালবাস। (২১) আখেরাতকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক চেহারা, উজ্জ্বল হবে। (২৩) রবের দিকে

رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٤﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿٢٥﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٦﴾ كَلَّا إِذَا

রব্বিহা- না -জিরাহ্। ২৪। অ উজূহুঁই ইয়াওমায়িযিম্ বা-সিরহ্। ২৫। তাজুন্নু আঁই ইয়ুফ্'আলা বিহা-ফা-ক্বিরহ্।২৬। কাল্লা ~ ইযা-
তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর অনেক চেহারা হবে বিবর্ণ।(২৫) এ কল্পনায় যে এক মহাবিপদাসন্ন, (২৬) কখনও এররূপ নয়,

بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿٢٧﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٨﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٢٩﴾ وَالْتَفَّتِ

বালাগতিত্তারা-ক্বিইয়া। ২৭। অক্বীলা মান্ রাক্বিঁও। ২৮। অজোয়ান্না আন্নাহুল্ ফিরা-কু। ২৯। অল্ তাফ্ফাতিস্
যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়বে। (২৭) এবং বলবে, কোন রক্ষাকারী আছে কি? (২৮) আর তখন তার একান্ত ধারণা হবে, বিদায়ক্ষণ। (২৯) পা পায়ের

السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿٣٠﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٣١﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ وَلَٰكِن ع ১ ৩০ ১৭ রুকু

সা-ক্বু বিস্সা-ক্বি। ৩০। ইলা-রব্বিকা ইয়াওমায়িযিনিল্ মাসা-কু : ৩১। ফালা-ছোয়াদ্দাক্ব অলা-ছোয়াল্লা-। ৩২। অলা-কিন্
সাথে জড়াবে। (৩০) সে দিন রবের নিকটেই সবকিছু যাবে। (৩১) অনন্তর না ঈমান আনল, আর না নামায। (৩২) বরং

كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ﴿٣٤﴾ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى

কায্‌যাবা অতাওয়াল্লা-। ৩৩। ছুম্মা যাহাবা ইলা ~ আহ্‌লিহী ইয়াতাম্মাত্তোয়া-। ৩৪। আওলা-লাকা ফাআওলা-।
প্রত্যাখ্যান করেছে ও মুখ ফিরিয়েছে। (৩৩) পরে দম্ভ ভরে পরিবারে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর, দুর্ভোগ!

﴿٣٥﴾ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ﴿٣٦﴾ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ﴿٣٧﴾ اَلَمْ

৩৫। ছুম্মা আওলা-লাকা ফাআওলা-। ৩৬। আইয়াহ্‌সাবুল্ ইন্‌সা-নু আইঁ ইয়ুত্‌রাকা সুদা। ৩৭। আলাম্
(৩৫) আবার তোমাদের দুর্ভোগের উপর, দুর্ভোগ! (৩৬) মানুষ কি ভাবে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্খলিত

يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ﴿٣٨﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٣٩﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ

ইয়াকু নুত্‌ফাতাম্ মিম্ মানিয়্যিঁই ইয়ুম্‌না-। ৩৮। ছুম্মা কা-না 'আলাক্বাতান্ ফাখলাক্ব ফাসাওয়অ-। ৩৯। ফাজ্বা'আলা মিন্‌হুয্
শুক্রবিন্দু ছিল না?(৩৮) পরে সে জমাট রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল, তিনি তাকে মানব আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। (৩৯) অতঃপর

২ ع ১০ ১৮ রুকু

الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٠﴾ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى

যাওজ্বাইনিয্ যাকারা অল্ উন্‌ছা-। ৪০। আলাইসা যা-লিকা বিক্ব-দিরিন্ 'আলা ~ আইঁ ইয়ুহ্‌য়িইয়াল্ মাওতা-।
তা হতে তিনি যুগল নর-নারী সৃষ্টি করেছেন। (৪০) তবুও কি তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হবেন না?

সূরা দাহ্‌র
মদীনাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৩১
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ﴿٢﴾ اِنَّا

১। হাল্ আতা- 'আলাল ইন্‌সা-নি হীনুম্ মিনাদ্ দাহ্‌রি লাম্ ইয়াকুন্ শাইয়াম্ মায্‌কূরা-। ২। ইন্না
(১) মানব ইতিহাসে এমন কিছু সময় অতিবাহিত, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। (২) মানুষকে মিলিত বীর্য

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا ۢ بَصِيْرًا ﴿٣﴾ اِنَّا هَدَيْنٰهُ

খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না মিন্ নুত্‌ফাতিন্ আম্‌শা-জ্বিন্ নাব্‌তালীহি ফাজ্বা'আল্‌না-হু সামী'আম্ বাছীর-। ৩। ইন্না-হাদাইনা-হুস্
হতে সৃষ্টি করেছি, তাকে পরীক্ষা করার জন্য আর এজন্য তাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছি ও দৃষ্টিসম্পন্ন করেছি। (৩) আমি তাকে পথ

السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ﴿٤﴾ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَاَغْلٰلًا

সাবীলা ইম্মা-শা-কিরঁও অইম্মা- কাফূর-। ৪। ইন্না ~ আ'তাদ্‌না-লিল্‌কা-ফিরীনা সালা-সিলা অআগ্‌লা-লাঁও
প্রদর্শন করিয়েছি, হয় কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ। (৪) নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞদের জন্য শৃঙ্খল, বেড়ী ও অগ্নি প্রস্তুত করে

وَّسَعِيْرًا ﴿٥﴾ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ﴿٦﴾ عَيْنًا يَّشْرَبُ

অসা'ঈর-। ৫। ইন্নাল্ আব্‌র-র ইয়াশ্‌রবূনা মিন্ কা''সিন্ কা-না মিযা-জুহা- কাফূর-। ৬। 'আইনাঁই ইয়াশ্‌রবু
রেখেছি। (৫) নিশ্চয়ই পুণ্যবানেরা এমন পানিয় পান করবে যাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকবে, (৬) এমন নহর যা হতে

بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٧ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ

বিহা-'ইবা-দুল্লা-হি ইয়ুফাজ্‌জিরূনাহা- তাফ্‌জ্বীর-। ৭। ইয়ুফূনা বিন্নায্‌রি অইয়াখ-ফূনা ইয়াওমান্ কা-না শার্‌রুহূ
আল্লাহর বান্দাহ্‌রা পান করবে, তা তারা যথেষ্ট প্রবাহিত করবে। (৭) তারা দায়িত্ব পূর্ণ করে; ব্যাপক অনিষ্টের দিনকে

مُسْتَطِيْرًا ۝٨ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٩ اِنَّمَا

মুস্‌তাত্বীর-। ৮। অইয়ুত্ব্'ইমূনা ত্বোয়া'আ-মা 'আলা-হুব্বিহী মিস্‌কীনাঁও অইয়াতীমাঁও অআসীর-। ৯। ইন্নামা-
ভয় করে (৮) খাদ্যের প্রতি মোহ থাকা সত্ত্বেও খাদ্য দান করবে মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে। (৯) আল্লাহর সন্তুষ্টির

نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝١٠ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا

নুত্ব্'ইমুকুম্ লিঅজ্‌হি ল্লা-হি লা-নুরীদু মিন্‌কুম্ জ্বাযা — য়াঁও অলা-শুকূর-। ১০। ইন্না-নাখ-ফু মির্ রব্বিনা-ইয়াওমান্
জন্য খাওয়াই, তোমাদের হতে এরজন্য না প্রতিদান চাই, আর না কৃতজ্ঞতা। (১০) আমরা রবের পক্ষ হতে কঠিন, তিক্ত

عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١١ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١٢ وَ

'আবূসান্ ক্বম্‌ত্বোয়ারীর-। ১১। ফওয়াক্বা-হুমুল্লা-হু শার্‌র যা-লিকাল্ ইয়াওমি অলাক্বক্বা-হুম্ নাদ্ব্‌রাতাঁও অসুরূর-। ১২। অ
দিনের ভয় করছি। (১১) আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট হতে এবং খুশী ও আনন্দ দিবেন। (১২) আর ধৈর্যের

جَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٣ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ

জ্বাযা-হুম্ বিমা- ছোয়াবারূ জ্বান্নাতাঁও অহারীরম্। ১৩। মুত্তাকিয়ীনা ফীহা-'আলাল্ আর — য়িকি লা-ইয়ারওনা
বদলা প্রদান করবেন জান্নাত ও রেশম। (১৩) সেখানে তারা পালঙ্কে হেলান দিয়ে থাকবে, তথায় তারা না দেখতে পাবে

فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٤ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٥ وَ

ফীহা-শাম্‌সাঁও অলা-যাম্‌হারীর-। ১৪। অদা-নিয়াতান্ 'আলাইহিম্ জিলা-লুহা- অযুল্লিলাত্ কুতূফুহা-তায্‌লীলা-। ১৫। অ
গরম, আর না দেখবে কঠিন ঠাণ্ডা। (১৪) আর তাদের সাথে ছায়া থাকবে, ফল-মূল তাদের করায়ত্ব থাকবে। (১৫) আর

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا۠ ۝١٦ قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ

ইয়ুত্বোয়া-ফু 'আলাইহিম্ বিআ-নিয়াতিম্ মিন্ ফিদ্বদ্বোয়াতিঁও অ আকওয়া- বিন্ কা-নাত্ ক্বাওয়ারীরা। ১৬। ক্বাওয়ারীরা মিন্ ফিদ্ব্‌দ্বোয়াতিন্
তাদেরকে খাবার পরিবেশন করা হবে রূপা দ্বারা নির্মিত কাঁচের পান পাত্রে। (১৬) রূপার তৈরি কাঁচপাত্র পূর্ণকারীরা

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٧ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٨ عَيْنًا فِيْهَا

ক্বদ্দারূহা তাক্বদীরা-। ১৭। অ ইয়ুস্‌ক্বওনা ফীহা-কা"সান্ কা-না মিযা-জুহা- যান্‌জ্বাবীলা-। ১৮। 'আইনান্ ফীহা-
যথাযথ পরিমাণে পূর্ণ করবে। (১৭) সেথায় তাদেরকে পান করানো হবে আদ্রক মিশ্রিত পানীয়। (১৮) এমন ঝর্ণা যার নাম

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৮ ঃ অত্র আয়াত হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি জনৈক ইহুদীর মজুরী করে বিনিময়ে কিছু জোয়ার পেয়েছিলেন, তার এক তৃতীয়াংশ পেষণী বাবদ দিয়ে অবশিষ্টাংশতে তিনটি রুটি বানালেন, তা খাওয়ার পূর্বেই এক দীনহীন লোক এসে খাদ্য চাইল। তিনি তাকে একটি রুটি দিয়ে অব্যবহিত পরেই আসল এক অনাথ শিশু এবং ভিক্ষা চাইল। তিনি তাকে দ্বিতীয়টিও দিয়ে দিলেন, অতঃপর একজন মুশরিক কয়েদী এতে তার ক্ষুধার যাতনার কথা প্রকাশ করল, তখন তিনি তৃতীয় রুটিটিও তাকে দিয়ে দিলেন, আর নিজে অভুক্ত অবস্থায় রাত যাপন করলেন, হযরত আবুদ্দারাদাহ্ সম্বন্ধেও আয়াতটি নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তিনিও চারটি নিয়ে ইফতার করতে বসলে, উক্তরূপ তিন ব্যক্তিকে তিনটি রুটি দিয়েছিলেন এবং নিজে পরিবারসহ একটি রুটিতে রাত কাটালেন।

تسمى سلسبيلا ⑲ ويطوف عليهم ولدان مخلدون ج إذا رأيتهم حسبتهم

তুসাম্মা সাল্‌সাবীলা-। ১৯। অইয়াত্বূফু 'আলাইহিম্ ওয়িল্‌দা-নুম্ মুখাল্লাদূনা ইযা-রায়াইতাহুম্ হাসিব্‌তাহুম্
সালসাবীল' (১৯) আর তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা, হে শ্রোতারা! তাদেরকে দেখলে মনে হবে যেন

لؤلؤا منثورا ⑳ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ㉑ عاليهم

লু''লুয়াম্ মান্‌ছূরা-। ২০। অইযা-রয়াইতা ছাম্মা রয়াইতা না'ঈমাঁও অমুল্‌কান্ কাবীর-। ২১। 'আ-লিয়াহুম্
বিক্ষিপ্ত মুক্তা। (২০) আর যখনই তুমি তাদের দিকে তাকাবে, দেখতে পাবে বিরাট নেয়ামত ও বিশাল রাজ্য। (২১) তাদের

ثياب سندس خضر وإستبرق ز وحلوا أساور من فضة ج وسقاهم

ছিয়া-বু সুন্‌দুসিন্ খুদ্বরুঁও অইস্‌তাব্‌রকু ও অহুল্লূ ~ আসা-ওয়ির মিন্ ফিদ্বদ্বোয়াতিন্ অসাকা-হুম্
(বেহেশতীদের) ওপর মিহিন সবুজ ও স্থূল রেশমের সাদা পোশাক হবে, আর তাদেরকে রৌপ্য কংকনসমূহ পরানো হবে, তাদের রব

১ ع ২২ ১৯ রুকু

ربهم شرابا طهورا ㉒ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ✱

রব্বুহুম্ শার-বান্ তোয়াহূর-। ২২। ইন্না হা-যা-কা-না লাকুম্ জ্বাযা — য়াঁও অকা-না সা'ইয়ুকুম্ মাশ্‌কূরা-।
তাদেরকে বিশুদ্ধ পবিত্র পানি পান করাবেন। (২২) বলবে, এটাই তোমাদের চেষ্টার স্বীকৃতি প্রতিদান, তোমাদের চেষ্টা গৃহিত হয়েছে।

㉓ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ㉔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع

২৩। ইন্না-নাহ্‌নু নায্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্ কু রূআ-না তান্‌যীলা-। ২৪। ফাছবির লিহুকমি রব্বিকা অলা-তুত্বি'
২৩। নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযীল করেছি। (২৪) অতএব আপনি আপনার রবের নির্দেশে ধৈর্য ধরুন

منهم آثما أو كفورا ㉕ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ㉖ ومن الليل

মিন্‌হুম্ আ-ছিমান্ আও কাফূর-। ২৫। অয্‌কুরিস্‌মা রব্বিকা বুক্‌রাতাঁও অআছীলা-। ২৬। অমিনাল্লাইলি
এবং পাপীও কাফেরকে অনুসরণ করো না।(২৫) আর সকাল-সন্ধ্যায় আপনার রবের নাম স্মরণ করতে থাকুন। (২৬) আর রাতের

فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ㉗ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون

ফাস্‌জুদ লাহূ অসাব্বিহ্‌হু লাইলান্ ত্বোয়াওয়ীলা-। ২৭। ইন্না হা ~ উলা — য়ি ইয়ুহিব্বূনাল্ 'আ-জ্বিলাতা অইয়াযারূনা
কিয়দাংশেও তাঁকে সেজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ অংশে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) তারা দুনিয়াকে ভালবাসে, পরবর্তী

وراءهم يوما ثقيلا ㉘ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ج وإذا شئنا

অরা — য়াহুম্ ইয়াওমান্ ছাক্বীলা-। ২৮। নাহ্‌নু খলাক্‌ না-হুম্ অশাদাদ্‌না ~ আস্‌রহুম্; অ ইযা-শি''না-
এক কঠিন দিনকে উপেক্ষা করে বলে।(২৮) আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমিই তাদের গঠনকে দৃঢ় করলাম, আর আমি ইচ্ছা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-২০ঃ একদা হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর দরবারে এসে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর দেহ মোবারকে শর্য্যার চাটাই পাতার ছাপ দেখা যাচ্ছে, এতদর্শনে হযরত ওমর (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শত্রু কিছরা-কায়ছার পারস্য-রূমের কাফের রাজা বাদশাহ্‌রা এত আরাম আয়াশে বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করছে, আর আল্লাহর মাহবুব একটি চাটাইতে শয়ন করছেন যার উপর কোন চাদর পর্যন্ত নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদেরকে সমস্ত কিছু পৃথিবীতে দিয়ে দেয়া হোক আর আমাদেরকে আল্লাহপাক পরকালে চিরস্থায়ী অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ দান করুক। তখন, এর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

বাদ্দাল্‌না ~ আম্‌ছা-লাহুম্ তাব্‌দীলা-। ২৯। ইন্না হ-যিহী তায্‌কিরতুন্ ফামান্ শা — য়াত্তাখাযা ইলা-রব্বিহী
করলে তাদের স্থলে আদ জাতির অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠা করে দিব। (২৯) নিশ্চয়ই এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা

سَبِيلًا ﴿٣٠﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ

সাবীলা-।৩০। অমা-তাশা — য়ূনা ইল্লা ~ আইঁ ইয়াশা — য়াল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা-।
সে তার রবের পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আর যখন আল্লাহ চাইবেন তখন তোমরাও চাইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

﴿٣١﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ع ২ ৯ ২০ রুকু

৩১। ইয়ুদ্‌খিলু মাই ইয়াশা — য়ু ফী রহ্‌মাতিহ্;অজ্‌জোয়া-লিমীনা আ'আদ্দা লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-।
(৩১) যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, আর জালিমদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

সূরা মুর্‌সালা-ত্
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ৫০
রুকূ ঃ ২

﴿١﴾ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿٢﴾ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٣﴾ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿٤﴾ فَالْفَارِقَاتِ

১। অল্‌মুর্‌সালা-তি উর্‌ফান্। ২। ফাল্ 'আ-ছিফা-তি 'আছ্‌ফান্। ৩। অন্না-শির-তি নাশ্‌রান্। ৪। ফাল্ ফা-রিক্ব-তি
(১) সেসব বায়ুর কসম যা উপকারার্থে প্রেরিত হয়, (২) আর প্রবল জঞ্ঝাবায়ুর, (৩) আর প্রলয়ংকরী ঝড়ের, (৪) আর সেই বায়ুর

فَرْقًا ﴿٥﴾ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٦﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٧﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

ফারক্বন্ ৫। ফাল্‌মুল্‌ক্বিয়া-তি যিক্‌রন্। ৬। 'উয্‌রন্ আও নুয্‌রন্। ৭। ইন্নামা-তূ'আদূনা লাওয়া-ক্বি'।
যা মেঘসমূহকে পৃথক করে দেয়, (৫) আর যিকির নিক্ষেপকারীর (৬) অনুশোচনার কিংবা ভয়ের, (৭) নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী,

﴿٨﴾ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

৮। ফাইযান্ নুজূমু তুমিসাত্। ৯। অইযাস্ সামা — য়ু ফুরিজাত্ । ১০। অইযাল্ জ্বিবা-লু নুসিফাত্
(৮) আর যখন তারকাসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে, (৯) আর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (১০) আর যখন পাহাড়সমূহ উড়িয়ে বেড়াবে,

﴿١١﴾ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١٢﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴿١٣﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ

১১। অইযার্ রুসুলু উক্ক্বিতাত্ । ১২। লি আইয়্যি ইয়াওমিন্ উজ্জিলাত্। ১৩। লিইয়াওমিল্ ফাছ্‌ল্। ১৪। অমা ~ আদ্‌র-কা
(১১) যখন রাসূলরা সমবেত হবে, (১২) কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত? (১৩) বিচার দিবসের জন্য, (১৪) আপনি কি জানেন,

আয়াত-২৮ঃ অর্থাৎ আমি যখন চাই, তাদেরকে ধ্বংস করে তাদের ন্যায় অন্য লোক সৃষ্টি করতে পারি। অথবা এই অর্থও হতে পারে যে, হে রাসূল! তাদের পরিবর্তে আপনার জন্য অন্য মানুষ সৃষ্টি করতে পারি। যেমন উতবার স্থলে তার ছেলে হোযাইফা (রাঃ) কে এবং ওয়ালিদের স্থলে তার ছেলে খালেদ (রাঃ) কে দ্বীনের সাহায্যকারী বানিয়ে দিলেন। (তাফঃ হক্কানী)

আয়াত-৩০ঃ অর্থাৎ আমি সব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করে সন্দেহ দূরীভূত করে দিয়েছি। বুঝতে বাধা সৃষ্টিকারী সকল বাঁধা নিরসন করে দেয়া হয়েছে। বাকী আছে শুধু বান্দাহর ইচ্ছা। কিন্তু আল্লাহ এর ইচ্ছা ছাড়া কেউই এ পথে চলতে পারে না। শুধু বান্দাহর ইচ্ছায় না কোন কল্যাণ সাধিত হয়, আর না অকল্যাণ দূরীভূত হয়।

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ

মা-ইয়াওমুল্ ফাছ্ল্। ১৫। অইলুঁই ইয়াওমায়ি যিল্লিল্ মুকায্‌যিবীন্। ১৬। আলাম্ নুহ্‌লিকিল্ আওয়্যালীন্। ১৭। ছুম্মা নুত্‌বি'উহুমুল্

বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যাচারীদের দুর্ভোগ। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করি নি? (১৭) পরবর্তীদেরকে অনুগামী

الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ

আ-খিরীন্। ১৮। কাযা-লিকা নাফ্'আলু বিল্‌মুজ্‌রিমীন্। ১৯। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ২০। আলাম্

করে দিব। (১৮) অপরাধীদের প্রতি আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) আর সেদিন মিথ্যাচারীদের দুর্ভোগ। (২০) তোমাদেরকে

نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَعْلُومٍ *

নাখ্‌লুক্‌কুম্ মিম্ মা — য়িম্ মাহীনিন্। ২১। ফাজ্বা'আল্‌না-হু ফী ক্বর-রিম্ মাকীনিন্। ২২। ইলা-ক্বদারিম্ মা'লূমিন্

কি আমি তুচ্ছ পানি দিয়ে সৃষ্টি করি নি? (২১) অতঃপর ওকে আমি নিরাপদ স্থানে রেখেছি। (২২) এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ

২৩। ফাক্বদার্‌না-ফানি'মাল্ ক্ব-দিরূন্। ২৪। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন্। ২৫। আলাম্ নাজ্'আলিল্

(২৩) পরিমিত করলাম, কত নিপুণ স্রষ্টা! (২৪) সেদিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ (২৫) যমীনকে কি ধারণকারীরূপে

الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ

আরদ্বোয়া কিফা-তান্ ২৬। আহ্‌ইয়া — য়াঁও অ আম্‌ওয়া-তাঁও ২৭। অজ্বা'আল্‌না-ফীহা-রওয়া-সিয়া শা-মিখাতিঁও অআস্‌ক্বাইনা-কুম্

আমি তোমাদের জন্য বানাই নি?। (২৬) জীবিত ও মৃতদের? (২৭) আর আমি তাতে দৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা রেখেছি, সুপেয় পানি

مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ *

মা — য়ান্ ফুর-তা-। ২৮। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ২৯। ইন্‌ত্বোয়ালিক্ব্ ~ ইলা-মা-কুন্‌তুম্ বিহী তুকায্‌যিবূন্।

দিয়েছি পান করতে। (২৮) সেদিন মিথ্যাচারীদের বড়ই দুর্ভোগ। (২৯) বলা হবে, যাকে অমান্য করতে, সেদিকে চল।

﴿٢٩﴾ انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ *

৩০। ইন্‌ত্বোয়ালিক্ব্ ~ ইলা-জিল্লিন্ যী ছালা-ছি শু'আবিল্। ৩১। লা -জোয়ালীলিওঁ অলা-ইয়ুগ্‌নী মিনাল্ লাহাব্।

(৩০) (তাদেরকে বলা হবে) ধাবিত হও তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে। (১) (৩১) না শীতল, না আগুন থেকে রক্ষা করে।

﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *

৩২। ইন্নাহা-তার্‌মী বিশাররিন্ কাল্ ক্বছ্‌র্। ৩৩। কাআন্নাহূ জ্বিমা-লাতুন্ ছুফ্‌র্। ৩৪। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্।

(৩২) দালান সদৃশ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। (৩৩) পীত বর্ণ উষ্ট্রীতুল্য। (৩৪) সেদিন মিথ্যাচারীদের দারুণ দুর্ভোগ।

আয়াত-২৯ ঃ অর্থাৎ সেদিন মিথ্যাবদীদেরকে বলা হবে, তোমরা সে বস্তুর দিকে চল, যাকে তোমরা দুনিয়াতে অবিশ্বাস করছিল। (জাঃ বয়াঃ) ২। এ ছায়ার দ্বারা সে ছায়া উদ্দেশ্য যা দোযখ হতে বের হবে। এর অধিক পরিমাণে হওয়ার কারণে উপরে উঠে ফেটে তিন খণ্ডে বিভক্ত হবে। হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত কাফেররা এর দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় থাকবে।

আয়াত-৩৩ঃ অর্থাৎ অট্টালিকার সাথে উপমা দেয়াটা যদি উচ্চতার কারণে হয়ে থাকে, তবে উটের সাথে উপমা দেয়া হবে বৃহদাকারের কারণে। আর উপমা বৃহদাকারের কারণে দেয়া হয়ে থাকে, পীতবর্ণ উষ্ট্রসমূহ এর অর্থ এই হবে, যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রথম অবস্থায় আকারে অট্টালিকার ন্যায় বড় থাকে পরে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে উষ্ট্রাকারে যমীনে পতিত হয়। (ফাওঃ ওছঃ)

﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ *

৩৫। হা-যা-ইয়াওমু লা-ইয়ান্ত্বিক্বূ না। ৩৬। অলা-ইয়ু"যানু লাহুম্ ফাইয়া'তাযিরূন্। ৩৭। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্।
(৩৫) এ দিনে কথা বলতে পারবে না। (৩৬) ওযর পেশের অনুমতিও দেয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যাচারীদের দারুণ দুর্ভোগ।

﴿٣٧﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ *

৩৮। হা-যা-ইয়াওমুল্ ফাছ্‌লি জামা'নাকুম্ অল্ আউয়্যালীন্। ৩৯। ফাইন্ কা-না লাকুম্ কাইদুন্ ফাকীদূন্।
(৩৮) এটাই বিচার দিন, তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে জড় করব। (৩৯) ষড়যন্ত্র থাকলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার কর।

﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا ১ ع ৪০ ২১ রুকূ

৪০। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪১। ইন্নাল্ মুত্তাক্বীনা ফী জিলা-লিঁও অউ'ইয়ূনিঁও। ৪২। অফাওয়া-কিহা মিম্মা-
(৪০) আর বড়ই দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাচারীদের জন্য। (৪১) নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা ছায়া ও ঝর্ণায় থাকবে, (৪২) তাদের কাঙ্ক্ষিত ফল

يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى

ইয়াশ্‌তাহূন্। ৪৩। কুলূ অশ্‌রাবূ হানী — য়াম্ বিমা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৪৪। ইন্না-কাযা-লিকা নাজ্‌যিল্
মূলের মধ্যে, (৪৩) বলা হবে, তোমাদের কর্মের বিনিময়ে তৃপ্তিতে খাও, পান কর। (৪৪) আমি এভাবেই পুণ্যবানদের

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ

মুহ্‌সিনীন্। ৪৫। অইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪৬। কুলূ অতামাত্তা'উ ক্বালীলান্ ইন্নাকুম
প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৪৫) সেদিন বড়ই দুর্ভোগ মিথ্যাচারীদের, (৪৬) আরো কিছু দিন খাও, উপভোগ কর, তোমরা

مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا

মুজ্‌রিমূন্ । ৪৭। ওয়াইলুঁই ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৪৮। অইযা-ক্বীলা লাহুমুর্‌কা'উ লা-
অপরাধী। (৪৭) সেদিন যারা পাপী তাদের দারুণ দুর্ভোগ। (৪৮) আর তাদেরকে যখন রুকূ'র কথা বলা হয়, তখন তারা

لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ * ২ ع ১০ ২২ রুকূ

ইয়ারকা'উন্। ৪৯। ওয়াইলুঁই, ইয়াওমায়িযিল্ লিল্‌মুকায্‌যিবীন্। ৫০। ফাবিআইয়্যি হাদীছিম্ বা'দাহূ ইয়ু"মিনূন্।
রুকূ করে না(নামায পড়ে না)।(৪৯) সেদিন পাপীদের বড়ই দুর্ভোগ। (৫০) আর কোরআন ছাড়া কিসে ঈমান আনবে।

আয়াত-৩৬ ঃ অর্থাৎ তোফা ভোগের এ দুনিয়ায় কিছু দিন খাওয়া-দাওয়া করে নাও এবং আরাম-আয়েশে দিনাতীপাত করে নাও। তোমরা তো অপরাধী; অবশেষে তোমাদেরকে কঠোর আযাব উপভোগ করতে হবে। পয়গাম্বরদের মাধ্যমে এ কথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকেই বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব নির্ধারিত রয়েছে। (আবূ হাইয়্যান)
আয়াত-৪৬ঃ অর্থাৎ কোরআন অপেক্ষা উত্তম পরিপূর্ণ এবং কার্যকর বর্ণনা আর কিসের হতে পারে। আর এ মিথ্যাবাদীরা এর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করলে তার কিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? কোরআনের পর অন্য আসমানী কিতাব আসবে কি? (ফাওঃ ওছঃ) আয়াত-৪৮ঃ মুফাচ্ছিরীনে কেরাম এ আয়াতের তাফসীরে রুকূ'র অর্থ দুভাবে করেছেন, রুকূ'র আভিধানিক অর্থ মস্তক অবনত করা, কোন নির্দেশ মাথা নত করে মেনে নেয়া, আর পারিভাষিক অর্থ নামাযের মধ্যে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে মাথা নত করা। এ উভয় অর্থই এ আয়াতে প্রযোজ্য হতে পারে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। আভিধানিক অর্থ যদি প্রযোজ্য হয় তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, "তাদেরকে যখন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা তা অবনত মস্তক মেনে নেয় না, এ অর্থই অধিকাংশ তাফসীরকার প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যদি পারিভাষিক অর্থ মতে অর্থ করা যায়, তাহলে অর্থ হবে, রুকূ; কিন্তু এখানে রুকূ বলতে পূর্ণ নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ "তাদেরকে যখন নামায ক্বায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়, তখন তারা নামায ক্বায়েম করে না। এ অর্থকেও অনেক মুফাচ্ছির অনুমোদন করেছেন। (অতএব যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানে না বা নামায কায়েমে করে না, তারা চরিত্রে মিথ্যাবাদী।) আর কেয়ামত দিবসে মিথ্যাবাদীদের জন্যে ধ্বংস অনিবার্য, অনন্তর তারা কোরআনের প্রতি ঈমান না আনলে আর কোন জিনিসের প্রতি ঈমান আনবে?- বলে আল্লাহ পাক প্রশ্ন রেখেছেন, আজ পর্যন্ত তার জবাব নেই।